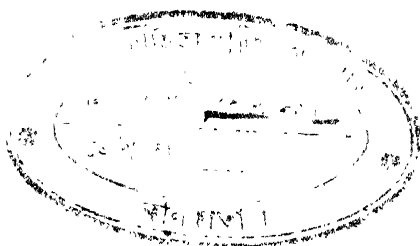
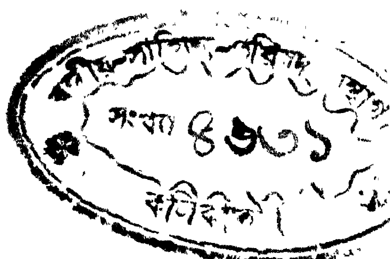


"কবিতা-রেণু"-রচয়িত্রী।





ত্রিস্রোতা।



ত্রিস্রোতা।

—— •:※:• ——

"কবিতা-রেণু"-রচয়িত্রী।

——※——

১৩২০ বঙ্গাব্দ।

—০—

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

দিনাজপুর ;
গণেশতলা হইতে
শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



প্রথম সংস্করণ।

কাকিনা ;
"শাহাবিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,"
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস প্রিণ্টার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।



ভূমিকা।

এখানি গ্রন্থকর্ত্রীর দ্বিতীয় কবিতা-পুস্তক। বঙ্গদেশের রমণী স্বভাবতঃই কবিত্বময়ী। ইঁহারা, হৃদয়ের কোমলতার অভিসিঞ্চনে, সমগ্র বিশ্বকে মধুর করিয়া তুলিতে পারেন। গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতাগুলিও অতি মধুর। রমণীর পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ;—সংসারে যত প্রকার বিপদ আছে, বঙ্গনারীর পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশকর;—গ্রন্থকর্ত্রীর অদৃষ্টে সেই দারুণ বিপদ আপতিত হইয়াছে। তাই, ইঁহার কবিতাগ্রন্থের সর্ব্বত্র, সেই মধুরতার মধ্যে,—সেই কোমলতা ভেদ করিয়া, দুঃখের একটা দারুণ ও মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক, এ গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া গেলেই তাহা বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়-নিহিত

এই বিষাদের উচ্ছ্বাস, কবিতাগুলিকে আরো মধুর করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, যে কবিতায় বিষাদের ছায়া-পাত না আছে, তাহা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে বঞ্চিত হইয়া, এই পবিত্রা বিধবা রমণী, যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া, স্বর্গগত ইঁহার হৃদয়-দেবতার সতত অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাহা ইঁহার কবিতার পবিত্র-ভাবের মধ্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ কবিতাতেই ধর্ম্ম-ভাব প্রবল।

ইনি একদিন সৌভাগ্যের ও সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। বিধাতা তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা কার সাধ্য কাড়িয়া লয়? এই পবিত্রতা ইঁহাকে পবিত্র-চিন্তার মধ্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছে এবং সৎ-কবিতার চর্চ্চায় ইঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছে।

সংসারের মানুষ, ভাগ্যচ্যুতের গৃহদ্বার অতিক্রম করিতে চায় না! মানুষ ভুলিয়া যায় যে,—যে আজ হৃতসর্ব্বস্বকে "কাঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণা করিতেছে; দুইদিন পরে সেও তাদৃশ-দশায় উপস্থিত হইয়া অপরের তাচ্ছিল্য-ভাজন হইতে পারে। কিন্তু তথাপি মানুষ তাহা ভাবে না। গ্রন্থকর্ত্রী এ প্রকার মানুষের অনাদর সহিয়াছেন বলিয়া,

তাঁহার কবিতা পড়িলে মনে হয়। কিন্তু কোন কবিতাতেই, "মনুষ্য-ঘৃণা" দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইঁহার অপরিমেয় উদারতার ও ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক। হিন্দু বিধবা-রমণীর মত সহিষ্ণু অপর কেহ আছেন কি? এই সহিষ্ণুতাই ইঁহার কবিতার অপর অঙ্গ।

রমণীর কবিত্ব-পূর্ণ হৃদয়ের যাহা উচ্ছ্বাস, তাহা যে "কোমল কান্ত" শব্দ দ্বারা গ্রথিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ইঁহার কবিতাগুলির শব্দযোজনপ্রণালী বড় মিষ্ট। শব্দ-গত সরলতা, কবিতাগুলির অপর একটী বিশেষ গুণ। পড়িবা মাত্রই ইঁহার কবিতা, হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে, ভাবিতে হয় না।

বৎসরের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা যে সময়ে আমি অত্যন্ত কার্য্য-ব্যস্ত থাকি; সেই সময়ে, ইঁহার গ্রন্থখানি দেখিয়া দিবার ভার আমার উপরে অর্পিত হইয়াছিল। তথাপি আমি ইঁহার কবিতার অধিকাংশই দেখিয়া দিয়াছি। কিন্তু কদাচিৎ দুই একটী শব্দ-গত ভ্রান্তি-শোধন ব্যতীত, আমি ভাবের অংশে পুরুষের কঠিন হস্ত অর্পণ করিতে সাহসী হই নাই।

ভাব,—হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। রমণী-হৃদয়ের নিভৃত-

কন্দরে, অপরের পাণি-স্পর্শ না রাখাই আমি সঙ্গত মনে করিয়াছি।

পাঠক, ইঁহার কবিতার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমার নিজের মনে বিশেষ বিশ্বাস আছে।

কোচবিহার,
জানুয়ারি, ১৯১৩

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
এম্,-এ।



প্রকাশকের নিবেদন।

"কবিতারেণু"-রচয়িত্রীর "ত্রিস্রোতা" গ্রন্থ বহুদিন হইল লিখিত হয়; কিন্তু নানাপ্রকার অভাব অসুবিধার জন্য এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। বিখ্যাত "উপনিষদের উপদেশ"-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ, মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রী ও আমি তাঁহার নিকট সেজন্য কৃতজ্ঞ। ভূতপূর্ব্ব "বাসনা"-সম্পাদক ও "শাহাবিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে"র স্বত্বাধিকারী মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহেব পুস্তকখানির প্রকাশের জন্য অনেক কষ্ট ও ক্ষতি-স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজেই প্রুফ দেখিয়াছেন, এ সমুদয়ের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও বাধিত রহিলাম।

গণেশতলা,
দিনাজপুর। } শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকর্ত্রী-প্রণীত "কবিতা-রেণু" অতি অল্প সংখ্যক অবশিষ্ট আছে। "কবিতা-রেণু" ও "ত্রিস্রোতা" কাকিনা, রংপুর ঠিকানায় গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট ও গণেশতলা, দিনাজপুর ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

সূচী।

নৈবেদ্য



ত্রিস্রোতা।

কাহারে ডাকিছ তুমি কল্ কল্ স্বরে।
কার বা উদ্দেশে যাও অতি বেগ ভরে॥
তিন দিকে চলিয়াছ খুঁজিতে কাহারে।
উছলি উছলি ধাও কার প্রেম ভরে॥
জগত-জীবন সনে মিশায়ে জীবন।
চলেছ কি করিবারে আত্মসমর্পণ?
কুল্ কুল্ করে যবে অতি ধীরে ধীরে
গাও তুমি ডেকে ডেকে প্রাণের ঈশ্বরে।

মোহিত হয়েছি শুনে তব সেই গান।
তোমার তীরেতে এলে জুড়াত পরাণ॥
এবে, আসি তব তীরে, ভাসি আঁখিনীরে
তেমন সুন্দর লাগেনাক আর
জ্বলে চিতানল, গ্রাসিল সকল
গগন ভেদিয়া উঠে হাহাকার!



প্রভাত।

বিশ্ব আছে স্তব্ধ হ'য়ে
মৃতপ্রায় ঘুমাইয়ে
দে'খে তাই প্রভাত পবন
আসিয়া জানায় সবে
—"কত আর ঘুমাইবে
নিশা শেষ ;—দিবা আগমন।"
অলসতা পরিহরি,
উঠ সবে ত্বরা করি,
দেখ অস্ত যান বিভাবরী।

—৩.

বায়ুর মৃদুল স্পর্শে,
বিশ্ব জেগে উঠে হর্ষে,
বিধাতার শুভ নাম স্মরি।

অন্ধকার করি নাশ,
রবি হ'ল পরকাশ,
পাখী উঠে বসিল শাখায়।

গোলাপ, চামেলী, বেলী
ধীরে ধীরে দল খুলি',
চারিদিকে সুবাস ছড়ায়।

দিবা আগমন হেরি'
তারাগণ সঙ্গে করি'
শশধর গেল যথাস্থানে।

নিশানাথে অস্ত দেখি,
কুমুদিনী ঢাকে আঁখি,
ফিরিয়া না চাহে কার' পানে।

চক্রবাক চক্রবাকী,
করিতেছে ডাকাডাকি,
কতই উল্লাস তার মনে।

সূর্য্যমুখী হর্ষভরে,
পতিসম্ভাষণ-তরে,
চেয়ে আছে আকুল-নয়নে।

দিনমণি হাসি' হাসি'
ছড়ায়ে কিরণ রাশি
হইলেন গগনে উদয়।

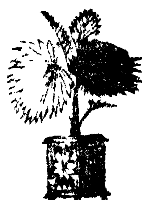
নীহারের হার পরি,
দাঁড়ায়েছে সারি সারি
তরুলতা, কিবা শোভা তায়।

গাভীগণ বৎস তরে
হাম্বারবে পুচ্ছ নাড়ে,
মাতৃকোলে শিশু দুধ খায়।

মধু আহরণ তরে
মধুর ঝঙ্কার ক'রে
অলিগণ ব্যস্ত হয়ে' ধায়।

'ফুলবালা দয়া করে'
সুধা বরিষণ করে
উদর পূরিয়া অলি খায়।

কুলায় সন্তান রাখি
আহার আনিতে পাখী
ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়।
এহেন সময়ে মন,
কর আত্মসমর্পণ
দয়াময় পরমেশ পায়।
কেন তাঁরে আছ ভুলে
মধুর প্রভাত কালে ;—
—ভক্তিপুষ্প ঢাল তাঁর পায়।



নব-দম্পতীর জন্য প্রার্থনা।

ওহে জগদীশ বরিষ বরিষ
বিমল শান্তির বারি,
'প্রফুল্ল-অমলে', তব পদতলে
রেখ দিবা-বিভাবরী।
যেন হে কুশলে থাকে দোঁহে মিলে
দূরে রাখি পাপ-রাশি,
থাকুক উভয়ে, অভিন্ন হৃদয়ে
হরগৌরীরূপে মিশি'।

—

—প

মনের প্রতি।

বলি তোরে মন! ঘুমে অচেতন
রবি কিরে চিরকাল?
জ্ঞান-আঁখি মেল, ছিন্ন করে ফেল—
সবলে মায়ার জাল।
মোহ অন্ধকারে, কত রবে পড়ে'
জ্ঞানালোক জ্বাল ত্বরা।
সর্ব্বক্ষণ আর, ক'রে হাহাকার
ফেলিও না অশ্রুধারা॥

অরির মন্ত্রণা, কভু শুনিও না,
ভুলাইতে যেন নারে।
বিবেক-পাহারা, সদা রেখ খাড়া
—বাসনা পলাবে দূরে ॥
হৃদয় তোমার, কর পরিষ্কার,
আবর্জ্জনা ফে'লে দূরে।
ভক্তির আসনে, বসায়ে যতনে
অনিবার পুজ' তাঁরে ॥



স্নেহ-উপহার।

ওই সে প্রকৃতিবালা
পরিয়া তারকামালা
দেখিবারে শুভ-পরিণয়,
সখিগণ সঙ্গে করি
আসিয়াছে তাড়াতাড়ি
উঁকি ঝুঁকি' চারিদিকে চায়।
পবিত্র মিলন হেরে'
চাঁদ হাসে ধীরে ধীরে,
কিবা শোভা যাই বলিহারি!
শান্তিভঙ্গ বলে' গোল
বাজে না শানাই ঢোল
বায়না নিল ভ্রমর-ভ্রমরী।

মলয় মারুত বেয়ে
সুগন্ধ আনিল ধেয়ে
—ছড়াইতে বিবাহ-বাসরে,
খদ্যোত জ্বালিল আলো
ঝিঁঝিঁ বলে "বেশ ভালো"
যাই দেখি, কে মোরে নিবারে ?
বধূর ঘোমটা দেখি,
আদরে আকাশে পাখী
ডাকে "বৌ কথা কও" বলে',
আঙ্গুলে আঙ্গুল ধ'রে
বরবধু গেল ঘরে
হুলু দেয় যত পাখী মিলে'।
এহেন সুখের দিনে
কত কথা আসে মনে !—
যাব আজ সকলি ভুলিয়া,
বিভুর চরণ ধ'রে,
দম্পতী-মঙ্গল তরে
লব আমি প্রসাদ মাগিয়া।

আমার বীণা।

আমার বীণার সনে
বিষাদের গান বিনে
অন্য কিছু মিলেনাক' আর,
তাই সদা দুঃখে প'ড়ে
গাই গুন্ গুন্ স্বরে
বিষাদের গান অনিবার।
মনোদুঃখে গাই গান
শান্তি যেন পায় প্রাণ
ভাল মন্দ নাহিক বিচার,

শোকের তরঙ্গ উঠে'
ধৈরজ বাঁধন টুটে
প্রাণে মোর শুধু হাহাকার।
কখনো বা শোকভরে,
সে বীণার 'তার' ছিড়ে
হয়ে যায় এলোমেলো কত,
নাহি কিছু তাল মান
শুধু বসে' গাই গান,
দুঃখের আবেগ আসে যত।
কঠোর কর্কশ স্বরে
গাই পড়ে' শূন্য ঘরে,
ছাইভস্ম যাহা মুখে আসে,
যশঃ 'নাম' নাহি চাই,
প্রাণের আবেগে গাই,
বদ্ধ হতে নাহি আঁশ পাঁশে।



পিশাচ ও দেবতা।

নিঠুর সংসারে থাকি যে কি করে'
ভাবিয়া না পাই দিশে,
কাঁদি দিবানিশি, আঁখিজলে ভাসি
গৃহের বিজনে বসে'।
দুঃখের জ্বালায়, প্রাণ জ্বলে যায়
পুড়ে' পুড়ে' হই ছাই,
অকূল সাগরে, হাবুডুবু করে'
সদা আমি ভেসে যাই।
নীরস পরাণ, সদা আন্‌চান
পড়েছি বিষম ফাঁদে,

মরীচিকাময়,   হেরি সমুদয়
        বিষাদে পরাণ কাঁদে।
শ্মশান-সংসার,   করে হাহাকার
        ফুরায়েছে সব আশা,
ভূতপ্রেত গুলি,   হাসে খিলখিলি
        দেখিয়া আমার দশা।
নিজ হাতে নর,   গড়ায় বিস্তর
        কতই সাজায়ে তারে,
কাঁদিয়া আকুল,   হেসে দিক ভুল
        পিছনে চাহে না ফিরে,
হাসি ভয়ঙ্কর,   শুনে লাগে ডর,
        বুকে যেন শেল ফুটে,
প্রাণ আই ঢাই,   ছুটিয়া বেড়াই
        ধৈর্য্যের বাঁধন টুটে।
সদা মনে হয়,   ছেড়ে লোকালয়
        গহন কাননে যাই,
তরুলতা আছে,   কব তার কাছে
        কত যে যাতনা পাই।
দেখে অনাথিনী,   বনে বিহঙ্গিনী,
        আদরে শুনাবে গান,

সে গান শুনিব, শ্রবণ জুড়াব
শীতল হইবে প্রাণ।
শন্ শন্ করে, অনিল আমারে
সান্ত্বনা করিবে দান্ ;
আমারে হেরিয়া শাখা বিস্তারিয়া,
শাখী দিবে মোরে স্থান।
তাহাদের সনে, থাকি রাত্রি দিনে,
দুঃখের বারতা কব,
মানুষ আমারে, দিয়াছে সংসারে
যেরূপ যাতনা সব।
মানব-প্রকৃতি, দেখে মনে অতি
ঘৃণার সঞ্চার হয়,
—কি বলিনু হায়! পাগলিনী প্রায়
সবাই সমান নয়।
সংসারেও কত, আছে শত শত
দয়া যার হৃদি ভরা,
কপট বসন, করে না ধারণ
ধরাকে ভাবে না সরা।
ধন্য সেই নর, হইয়া অমর
চিরদিন রবে হায়!

আমি বার বার, করি নমস্কার
তাঁহার রাজীব পায়।



কৃষ্ণ অনুরাগী পাখীর প্রতি।

কে ওই বসিয়া পাখী শাখার উপরে
ডাকিতেছে উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ক'রে।
একাগ্রতা জন্মিয়াছে তোমার অন্তরে ;
ব্যাকুল হৃদয়ে তাই ডাক প্রেম-ভরে।
ধন্য ধন্য ওগো পাখী বলিহারী যাই
বিভুনামে হেন নিষ্ঠা কভু দেখি নাই।
শোকেতে অধীর পাখী হও না কখন,
অহঙ্কারে স্ফীত কভু নহে তব মন।
ভূত, ভবিষ্যৎ চিন্তা নাহিক তোমার
কেবল ক'রেছ পাখী কৃষ্ণ-নাম সার।
"কৃষ্ণ"-নামামৃত পানে ভুলে' সব জ্বালা
পরিয়াছ কণ্ঠে পাখী কৃষ্ণ-নাম-মালা।
ডাক পাখি! হৃদি-ভরে, ডাক বার বার ;
শুনিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াক আমার।

অপার করুণা তব।

প্রভু হে!

যে দিকে নেহারি
করুণা তোমারি
কেবলি দেখিতে পাই।
আশ্চর্য্য ক্ষমতা, শিল্প-নিপুণতা,
তোমার তুলনা নাই।
গর্ভেতে সন্তান, আহার বিধান
করে তাহা কোন জনে;
শরীর রুধির, ক'রে তুমি ক্ষীর
রাখিলে মাতার স্তনে।

স্নেহ-মমতায়, রচিলে মাতায়
শিশুর পালন-তরে ;
দম্পতী যুগলে, প্রেমের শৃঙ্খলে
বাঁধিয়াছ দৃঢ় ক'রে।
পাখা দিয়া, পাখী, দেহ রাখে ঢাকি
শীত নিবারণ তরে ;
পশুর শরীরে, লোম থরে থরে
দিয়াছ হে দয়া ক'রে।
করিবারে পান, পীযূষ সমান
দিয়াছ নির্ম্মল বারি ;
ভাবিলে, অপার করুণা তোমার
যাই প্রভো বলিহারি।



সাগর দর্শনে।

১

একদিন অপরাহ্নে আমি ধীরে ধীরে
উপনীত হইলাম জলনিধি তীরে।
জলধির ভাব আমি করি বিলোকন
কি জানি কি ভাবে মোর ডুবে গেল মন।
ভাবিলাম,—এর নাম বলে রত্নাকর
যাহা হ'তে উঠেছিল অমৃত বিস্তর।
দেবগণ খেয়ে যাহা হইল অমর

দেবতা অসুরে হল যুদ্ধ ঘোরতর।
এবে দেখি সেইজন করেছে মনন
গরাসিতে ধরাতল। ভয়াল গর্জ্জন
করিয়া নাচিছে যেন উনমত্ত প্রায়।
দেখিয়া সে দৃশ্য মোর কাঁপিল হৃদয়!
সঙ্গেতে জোয়ার হয়ে তার অনুচর
ভৈরব গর্জ্জন সহ ফিরে নিরন্তর।
সংহার মুরতি ধরে এক এক বার,
তীরেতে আসিয়া কত করিছে প্রহার।
বারে বারে ধেয়ে আসে পুনঃ ফিরে যায়।
ফেণা উদ্গীরণ করে তুলারাশি প্রায়।
কত ভাঙ্গে কত গড়ে কতই উল্লাস,
বিষাদের মেঘ ঢাকে মম হৃদাকাশ।

২

ধীবর ধরিতে মৎস্য হাসিমুখে ধায়,
ছোট বড় কত তরী ভাসিয়া বেড়ায়।
সাগরের নৃত্য দেখি কাঁপি থরহরি—
মরিল মরিল মাঝি ডুবে গেল তরী।
ক্ষুদ্র শিশু নাচে যথা জননীর কোলে,
তেমনি দুলিছে তরী সাগরের জলে।

৩

হেন কালে অস্তাচলে যায় দিবাকর,
পরিহাস ছলে ডেকে কহিছে সাগর—
"নিত্য নিত্য যাও তুমি এই পথ দিয়ে
অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষঃ—কিরণ ছড়ায়ে।
আজ দেখি যাবে তুমি কেমন করিয়া
এই দেখ দাঁড়িয়েছি পথ আগুলিয়া।"
—বলে আর হেসে হেসে যায় ধরিবারে,
লুকোচুরি খেলে রবি আর রত্নাকরে।
কখন বা নীচে যায় কখনও উপরে,
তপনে ধরিতে আসে কভু নাহি পারে।
হেসে রবি নিজ ছবি লুকাইল ধীরে,
দেখে' সে মধুর দৃশ্য আসিলাম ফিরে।



সাবিত্রী।

১

ধন্য গো সাবিত্রী-সতি!
বাঁচাইলে মৃত পতি
সতীত্বের পেলে পুরস্কার।
তুমিই রমণী-ধন্য
নারীগণ-অগ্রগণ্য
ধন্য তব কার্য্য চমৎকার।

২

সর্পাঘাতে মরে পতি
তারে লয়ে দিবা রাত্তি
বাঁচাইতে চেষ্টা অনিবার।

সতীত্বের গুণে হায়,
রবি-সুত ফিরে যায়
প্রশংসা করিয়া বার বার।

৩

কে শুনেছে কবে আর
মৃত বাঁচে পুনর্ব্বার
সতীত্বের মহিমা অপার।
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি
ধন্য ধন্য ওগো সতি
পুত্রবর পেলে পুরস্কার।

৪

আর কি আসিবে ফিরে
জনমিবে এ সংসারে
দৃষ্টান্ত পাইবে নারী যত।
যে কুলে জনমে সতী
সে কুল উজ্জ্বল অতি
সতীর মাহাত্ম্য কব কত।

অনন্তে।

'অনন্ত-মিলন'—আশা
অন্তরের ভালবাসা
জীবনের প্রবল পিপাসা।
অনন্ত জীবন পাই
অসীমে মিশিয়া যাই
মিটাই প্রাণের যত আশা।
হায় এ জগত মাঝে
ভাবিয়া বিচ্ছেদ আছে
অনন্তের প্রাণে প্রাণ ধায়।

মরণের ডাক শুনে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া মনে
প্রাণ যেন কাঁদিয়া বেড়ায়।
"আত্মার বিনাশ নাই"
কে যেন বলিছে তাই
পরলোকে অনন্ত মিলন।
অনন্ত মিলন তরে
বিশ্বাসের ভিত্তি ধরে'
থাক জীব করো না ক্রন্দন।



বল চাই।

দুর্ব্বল এ মন শুনে না বারণ
অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।
না দেখি উপায় ডাকি না তোমায়
বাঁচাও বিপদ ঘোরে।
যত ইচ্ছা হয় কুবচন কয়
শত্রুতা সাধুক নরে।
মন যেন তায় চঞ্চল না হয় ;
প্রতিহিংসা নাহি করে।

হৃদয় আমার   কর পরিষ্কার
পাপ তাপ যাক্ দূরে।
তুমি মা আমারে   ধর শক্ত ক'রে
যেন না ছুটিতে পারে।
অবাধ্য সন্তানে   শাসে মা যেমনে
সংযত করিয়া তায়।
সেরূপ করিয়া   বাঁধ মোর হিয়া
কুপথে যেন না ধায়।



শেষ দিনের কথা।

গেল দিন, দিনে দিনে, নাহি ত বিস্তর।
ভেবে মরি শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
ইন্দ্রিয় শিথিল ; ক্রমে হবে আন্‌চান্‌।
শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়,—আকুল পরাণ।
কে আসিয়া গায়ে হাত দিবে বুলাইয়ে ;
পিপাসায় বারি মোরে দিবে মুখ চেয়ে।

*　　*　　*

বলিতে বলিতে কথা বাক্‌রোধ হবে।
তারকব্রহ্ম নাম কর্ণে কেবা শুনাইবে।
কি ভাবে যাইবে প্রাণ, পারি কি না পারি
ডাকিতে ; বলিয়া রাখি ওগো মা শঙ্করী
তুমি যেয়ে সে সময় "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে।
দাঁড়াইও পাশে মোর ;—ভয় দূরে যাবে।
আশার আশ্বাস পেয়ে ডাকি মা তোমায়,
ভক্তির কাঙ্গাল ব'লে ঠেলিও না পায়।

কোন এক পাখীর প্রতি।

১

কে তুমি চতুর পাখী
পাতার আড়ালে থাকি
গাইতেছ নেচে নেচে, সুখে শাখা' পরে ?
তোমার মধুর স্বরে
শ্রবণ শীতল করে"
এমন সুমিষ্ট গান কে শিখাল তোরে।

২

নারদ ঋষির মত
বিভু-নাম-গানে রত
কর না'ক তোষামোদ স্বার্থের লাগিয়া।
অধীনতা-রজ্জু হায়
পর' না পর' না পায়
বেড়াও স্বাধীন প্রাণে নাচিয়া গাহিয়া।

৩

ধাব না সংসার ধার,
সদা সাধু ব্যবহার
ভাবনাক কি খাইবে কা'ল, একবার।
আশে পাশে নাহি চাও
প্রাণের আবেগে গাও
সদাই উল্লাস প্রাণে, নাহি হাহাকার।

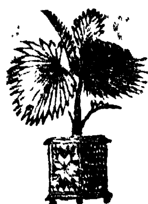
৪

পাখি! তোর পায়ে ধরি
বলয়ে প্রকাশ করি
আকাশের গায়ে কেন সুস্বর ছড়াও।

কখনো আকাশে ধাও
কখনো বা মর্ত্ত্যে গাও
কার কাছে কিছু নাহি প্রতিদান চাও।

৫

"পাখী, তোর কণ্ঠস্বরে
স্বর্গের অমৃত ঝরে
গাও পুনঃ ফিরে ফিরে ;—শ্রবণ জুড়ায় !"
বলিতে বলিতে পাখী
কোথা গেল নাহি দেখি
নিঝুম নীরব ধরা !—কে গান শুনায় ?



ভব-খেলা।

১

ভবখেলা হায়! হ'ল সাঙ্গপ্রায়
কূলে ব'সে গুণি ঢেউ
পরপারে মোরে নিয়ে যেতে পারে
আছে গো হেথায় কেউ?

২

বৃথা দিন যায়; হ'ল না সঞ্চয়
পাথেয় সম্বল মোর।
যাহা কিছু ছিল সকলি হরিল
প্রবেশি' অজ্ঞাতে চোর।

৩

আপনার দোষে, সব গেল শেষে
কি হইবে ভেবে সারা
ভবপারে যেতে কিছু নাই হাতে
একেবারে যাই মারা।

৪

রবিসুত এসে ভয়ঙ্কর বেশে
কত দেখাইবে ভয়
গেলে সুধু হাতে মারিবে গো মাথে
লাঞ্ছনা করিবে হায়।

৫

সময় বুঝিয়া আমারে লইয়া
তখনি বাঁধিবে ক'সে
আত্মীয় স্বজন, নীরবে ক্রন্দন
করিবে নিকটে এসে।

৬

ইন্দ্রিয় সকল হবে হত-বল
শিথিল হইবে কায়।
আকুল নয়নে চা'ব কা'র পানে
কে দিবে আশ্রয় হায়!

৭

শমন বিকট হ'তেছে নিকট,
ভেবে ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ওগো মা শঙ্করি আশঙ্কা নিবারি'
রাখ পদে দিয়ে স্থান।

৮

পড়িয়া ফাঁপড়ে ডাকিব কাহারে
—ভয়ে শিশু ডাকে 'মা'রে।
মেরে দিলে দূরে তবু কি সে ছাড়ে?
ফিরে এসে মাকে ধরে।

৯

যতই মা মারে তত গিয়া ধরে
কিছুতে তাঁরে না ছাড়ে।—
পড়িয়া সঙ্কটে এসেছি নিকটে
ঠেলিয়া দিও না দূরে।

১০

বড় ভয় ক'রে প্রাণ কাঁপে ডরে;
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি
রাখ মা আমারে তব শান্তিক্রোড়ে
অন্তিমে দিও না ফাঁকি।



ভক্তি-উপহার।

জননী গেলেন ফেলি
আমারে সংসারে।
নিঃসহায়, সে সময়
কে দেখে আমারে।
'মা' 'মা' বলে' কাঁদি আমি
চেয়ে চারিধারে।
ছুটে এসে কোলে তুলি
লইলেন মোরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি
করিয়া যতন।

অভাগীরে ক'রেছিল
　　　লালন পালন।
বুক-ভরা এত স্নেহ
　　　কভু দেখি নাই।
মায়ের অধিক ভাল-
　　　বেসেছ সদাই।
তব ঋণ কোন দিন
　　　শোধিতে নারিব।
এমন কিছুই নাই
　　　যা তোমারে দিব।
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে
　　　হেথা আছি পড়ে'।
হাহাকার অশ্রুধার
　　　সঙ্গী এ সংসারে।
তবু কিছু দিতে সাধ
　　　তব শ্রীচরণে।
ফেলিও না যাহা দিব
　　　নিও স্নেহ গুণে।
হৃদয়-বাগানে পুষ্প
　　　করিয়ে চয়ন

অশ্রুবারি-সূত্র দিয়া
করেছি গ্রন্থন।
সেই মাল্য জেনো মোর
ভক্তি-উপহার।
হাত বাড়াইয়া লও
ঠাকু'মা আমার।



তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কি বলিব আর ওহে বিশ্বাধার
সকলি জানিছ হায়,
যাহাদের তরে পুনঃ এ সংসারে
শৃঙ্খল পরেছি পায়।
শিশুকালে তারা হ'ল মাতৃহারা
কি দুঃখে সময় যায়,
মা নাই সংসারে কে আদর করে
মুখপানে কেবা চায়!

কাঁদে যে "মা' কই ?"   কেমনে তা সই
        ছিঁড়ে হৃদয়ের তার,
দারুণ প্রহার   কত সহে আর
        ভাঙিছে বুকের হাড়।
অবোধ শিশুরে   বুঝাই কি করে
        কাঁদিছে ধূলায় পড়ে,
মা তার নিঠুর   আছে বহু দূর
        ডাকিলে আসে না ফিরে !
ইহাদেরে ফেলে   যাইত কি চলে
        চিরদিন তরে হায় !
পীড়া যদি হ'ত   কতই কাঁদিত
        বিচ্ছেদের আশঙ্কায়।
"মা ডাকে সবাই   মোদের মা নাই"
        ব'লে শিশু কেঁদে সারা,
কঠিন তো নয়   তাহার হৃদয়
        —স্নেহ-মমতায় ভরা।
কত সাধ তার   করিতে সংসার
        ইচ্ছায় কভু কি যায়,
তুমি দিলে তারে   পুনঃ নিলে কেড়ে
        কি আর বলিব হায় !

যা করেছ বেশ দে'খ যেন শেষ
শিশুরা কেঁদে না ফিরে,
যদি তাহাদেরে ভাসাও সংসারে
কে আর রাখিতে পারে ?
এই ভিক্ষা চাই প্রভু ! তব ঠাঁই
পাপ হ'তে রেখ দূরে,
নিরাপদ কোলে স্নেহের অঞ্চলে
ঢেকে রেখ তাহাদেরে। *



* গ্রন্থকর্ত্রীর কনিষ্ঠা কন্যা সরোজবালা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে।

সরোজবালা।

১

ভুলিব না ভুলিব না
ও মূরতি কভু তোর।
তোর ও প্রতিমা আঁকা
রয়েছে হৃদয়ে মোর।

২

শৈশবের যত স্মৃতি
সকলি রয়েছে গাঁথা!
কত সুখময় ছিল!
—এখন বিষাদমাখা!

৩

বিশ বছরের কথা
সকলি জাগিছে মনে,
কতই ভাবিব আমি
শেল সম বাজে প্রাণে !

৪

লাবণ্য-মাখানো অঙ্গ
কথা আধ আধ স্বরে ;
সে সব রয়েছে মোর
হৃদে গাঁথা থরে থরে।

৫

দিবসের মাঝখানে
ঘুমিয়ে ছিলাম আমি,
ছুটে যেয়ে গলা ধরে'
ডাকিয়া তুলিলে তুমি।

৬

আজো তাহা মনে আছে
ভুলিতে পারিনি তায়।
তখন অমৃত ছিল
এবে তাহা বিষময় !

৭

দেখিতে ছুঁইতে হ'ত
কত উল্লাসিত প্রাণ,
সে সকল বুকে মোর
হানিতেছে বিষ-বাণ।

৮

যে সংসারে ছিল আগে
মধুমাখা সমুদয়,
হায় সে সংসারে আজ
সকলি গরলময়।

৯

তোর আদরের শিশু
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
কি ক'রে রাখিব আমি
বুঝা'লে বুঝে না তারা।

১০

ওদের রোদনে মোর
আকুল করে গো প্রাণ,
সহে না সহে না আর
ওদের বিষাদ-গান।

১১

সংসারের সাধ-আশা
সকলি ফুরায়ে গেছে,
কেবলি বুকের মাঝে
হা হুতাশ পোরা' আছে!

১২

চিতার অনলে মোর
কবে ভস্ম হবে কায়?
যাইবে যন্ত্রণা সব
জুড়াবে হৃদয় হায়!



বিষাদে সুখের স্মৃতি।

স্বরগের পারিজাত এ মরু-ভুবনে
কে আনিল দয়া ক'রে আজি এ দুর্দ্দিনে।
শ্মশানে সোনার ফুল কে ফুটাল হায়!
বিষাদে সুখের স্মৃতি কোলে করি আয়।
যেখানে বহিত সদা কুল্‌কুল্‌ করি
দেবী ভাগীরথী আর যমুনা, কাবেরী;
সেখানে বহিছে এবে উষ্ণ-প্রস্রবণ—
মর মর হ'য়ে গেছে হৃদি-ফুলবন।
ফুটে না সাধের ফুল গেছে শুকাইয়া
নীরবে ব'সেছে পাখী সঙ্গীত ভুলিয়া।

ছিঁড়েছে বীণার তার, বাজে নাক' আর
অলি এসে ফুল-কাছে করে না ঝঙ্কার।
গরীব কাঙাল এবে, নাহি কোন ধন—
আয় কোলে ক'রে দেই একটী চুম্বন।
আয় রে সোনার চাঁদ, বুকে করি আয়,
জুড়াই তোমাকে লয়ে এ দগ্ধ-হৃদয়।
যদি বিধি হেন নিধি দিলে দয়া ক'রে,
চিরদিন থাকে যেন মা'র কোল জুড়ে'।



সংসার অনিত্য।

অনিত্য সংসারে
মজ না রে মন!
নয় তব কিছু—
পুত্র-কন্যা ধন।
শমন যখন
ধরিতে আসিবে
বারণ করিয়া
রাখিতে নারিবে।

সংসারে উঠিবে
শুধু হাহাকার,
কে যাইবে সঙ্গে
হ'য়ে আপনার!
তবে কেন মত্ত
এ প্রমত্ত মন,
কি মোহে ভুলিয়া
আছ অচেতন?
বিদেশে আসিয়া
হারায়ো না প্রাণ,
সতত থাকিও
শান্ত, সাবধান।
পাথেয় তোমার
কর গো সঞ্চয়,
প্রস্তুত থাকহে—
যেতে নিজালয়।
বিশ্বাসের পাল
বাঁধ শক্ত করি',
প্রেমের বাতাসে
ভাসাও গো তরি।

তাহে রেখ সদা
ভক্তি কর্ণধার,
পার হবে তরি
ভবের সাগর।
জ্ঞান অসি ল'য়ে
থাক সর্ব্বদায়,
অজ্ঞান আসিলে
নাশিও তাহায়।
ভাবিও না দেখে
ভীষণ তুফান,
উড়াইয়া দেও
সত্যের নিশান।
গম্ভীর নিনাদে
বাজাইয়া ভেরী
পার হ'য়ে যাও
গেয়ে "হরি হরি।"



সংসার।

সংসার বন্ধন ছিঁড়িল যখন
তখন ভাবিনু হায়,
উন্মুক্ত আকাশে বিমুক্ত বাতাসে
খুঁজিয়া বেড়াব তাঁয়।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া আনিব ধরিয়া
হৃদয় যাঁহারে চায়,
খুলি হৃদিদ্বার ডেকে বার বার
পরাণ সঁপিব পায়।
ভক্তি-ডোর দিয়া তাঁহারে বাঁধিয়া
রাখিব যতন ক'রে,
নয়নেতে রাখি' প্রাণ ভ'রে দেখি'
হৃদয়ে রাখিব পূরে'।
হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে
সাধনা করিব তাঁরে,

মুখ নিরখিব জীবন জুড়াব
যাতনা যাইবে দূরে।
ভক্তি-পুষ্পগুলি ভরিয়া অঞ্জলি
তাঁহার চরণে দিব,
সংসার ভাবনা কিছু রাখিব না
তাঁহাকে সকলি দিব।
বন্ধন ছিঁড়িল গগনে উড়িল
হায় রে মানস-পাখী,
সংসার ত্যজিয়া সকলি ফেলিয়া
কোন আশা নাহি রাখি'।
ধ্যান যোগে বসি', হেরি রূপ-রাশি
সুখেতে মগন হব,
কেন তুমি ফিরে, ফেলিলে সংসারে
মায়াতে কি বদ্ধ র'ব ?
কেন হাতে ধরে' স্নেহের নিগড়ে
আমারে বাঁধিলে তুমি,
যাহা ইচ্ছা হয় কর ইচ্ছাময়
সকলি সহিব আমি।

দরিদ্রতা।

দরিদ্রতা তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
সে ভয়ে শঙ্কিত নয় আমার হৃদয়।
রোদ্ বৃষ্টি হিম হ'তে বাঁচাইতে কায়
তরুর তলেতে আমি লইব আশ্রয়।
ক্ষুধায় খাইব আমি ফল-পত্র তার,
কভু অনাহারে র'ব কভু একাহার।
বিশ্রাম করিব সুখে তৃণের উপর,
রজনীতে আলো দিবে তারকা-নিকর।
কুকুর প্রহরী হবে; ভূমি—সিংহাসন;
সুখী হব পশু সনে ক'রে আলাপন।

শুনাইবে পাখিগণে প্রভাত-সঙ্গীত
সে গান শুনিয়া আমি হইব মোহিত।
ছট্‌ফট্‌ প্রাণ যবে রোগের শয্যায়,
বাতাস করিবে এসে বীজন আমায়।
চন্দ্রাতপ হবে নীল গগন-মণ্ডল;
পিপাসায় পাব আমি মেঘ হ'তে জল।
স্বার্থপরতায় ঘেরা মানুষের কাছে
যাব নাক' আর ;—রব প্রকৃতির মাঝে।



কোথা পাই প্রাণেশ্বরে। ৮

১

ফুলের মাঝারে পাইয়া তোমারে
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে ভ্রমর গায়।
বুঝি তোমা পেয়ে অধীর হইয়ে
গগনের কোলে বিহগ ধায়।
উচ্চ শির করি উঠিয়াছে গিরি,
মেঘের আড়ালে তোমায় দেখে'।
পাইয়া সে তত্ত্ব, সাগর উন্মত্ত
উছল তরঙ্গ গায়েতে মেখে'।

২

হেরি রূপ-রাশি মুগ্ধ তারা শশী
কোমল জোছনা পৃথিবী ছায়।
তরুলতা যত হয়ে' অবনত
ফল-পুষ্প তব চরণে দেয়।
সবে দয়া ক'রে ব'লে দাও মোরে
কেমনে তোমরা পাইলে তাঁরে।
ডেকে দেখি আমি, হৃদয়ের স্বামী
পাই কি না পাই মনোমাঝারে।



বিভু-লীলা।

১

কেন প্রভু দয়াময়
সংসারেতে "হায়" "হায়",
করে জীব সদা সর্ব্বক্ষণ।

উদ্দেশ্য বুঝিতে নারি
কিসে যে কি কর হরি
তুমিই তা' জান ভগবন্!

২

এক মুষ্টি অন্ন তবে
ভিক্ষুক কাঁদিয়া ফিরে,
আঁখিজলে বুক ভেসে যায়।
মাতার আঁচল ধরে'
কতই বিনয় করে'
কাঁদে শিশু ক্ষুধার জ্বালায়।

৩

ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে ক'রে,
দেখ দ্বারে দ্বারে ফিরে,
কেহ নাহি চাহে তার পানে।
কি দিবে সে শিশুগণে
ভেবে তাহা মনে মনে
চলিয়াছে হতাশ-পরাণে।

৪

অপরে কহিছে "বিধি—
দেন নাই পুত্র-নিধি,
মনে হয় জীবন অসার।

পুত্র বিনা এ সংসার,
হয়েছে শ্মশানাকার,
চারিদিকে হেরি অন্ধকার।

৫

যদি কেহ দয়া করে'
এক পুত্র * দেহ মোরে
আশীর্ব্বাদ কতই করিব।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়ে'
যাইব নিশ্চিন্ত হয়ে'
পরলোকে জল-পিণ্ড পাব।'

৬

দাতা হ'য়ে কোনো জন,
দিল এক পুত্র ধন,
কত আশা হৃদয়ে সঞ্চার।
দু'দিন না যেতে যেতে,
তাও তার কোল হ'তে,
হরে কাল; করে হাহাকার!

* পোষ্যপুত্র।

৭

কেহ ইহলোক হ'তে
ডাকিতেছে রবি-সুতে
"শীঘ্র যম লও হে আমায়!"
এক বিন্দু জল দিবে,
হেন জন নাহি ভবে,
তথাপি জীবন তার রয়।

৮

একটি জীবন-তরে,
লক্ষ লোক যত্ন করে,
রাখিতে না পারে কেহ তায়।
একমাত্র পুত্রধন,
যমে করি সমর্পণ,
মাতা কাঁদে, চক্ষু অন্ধ-প্রায়।

৯

তোমার যে এ খেলায়,
কারের জীবন যায়
প্রাণ সদা ওষ্ঠাগত প্রায়,

নিঠুর হইয়া হরি,
খেলো না, চরণে ধরি,
ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহা যায় ?

১০

ক্ষণিক-জীবনে হায়
শোক-দুঃখ কত সয় ?
কেন হেন খেল' দয়াময় ?
এ ক্ষুদ্র জীবন দিয়া,
কাজ নাই খেলাইয়া,—
লীলা সম্বরহ কৃপাময় !



তোমাকে সকলে চায়।

প্রভু হে!

তুমি একজন আছ সর্ব্বক্ষণ,
তোমাকে সকলে চায়।
সর্ব্বস্থানে গতি সর্ব্বত্র বসতি
করিতেছ সর্ব্বদায়।
নীরবে স-রবে ডাকিতেছে ভবে
"কোথা হে করুণাময়!
ভূধর-নির্ঝরে বারি ঝর-ঝরে
গড়াইছে তব পায়!
ভাবেতে সাগর হইয়া বিভোর,
তোমারে লভিতে ধায়।

৯

দলে দলে পাখী করে ডাকাডাকি
—তোমারি মহিমা গায়।
আকাশের গায় দামিনী খেলায়
তব প্রেমে পুলকিত।
গুরু গুরু ক'রে ভাসিয়া অম্বরে
মেঘ গায় তব গীত।
পাইতে তোমারে, আকুল অন্তরে
ঘুরিতেছে রবি শশী।
ওই শুকতারা হেসে হ'ল সারা
হেরি' তব রূপরাশি।
ক'রে শন্‌শন্ অধীর পবন
ধাইছে তোমার লাগি'।
ইন্দ্রধনু-শোভা কত মনোলোভা,
তব কৃপাকণা মাগি'।
যত ফুলদল, আনন্দে বিভল,
চাহিয়া তোমার পানে।
গুন্ গুন্ ক'রে ভ্রমর ঝঙ্কারে
অমিয়-মধুর তানে।
কুহু কুহু ক'রে কোকিল ফুকারে
দয়েল গাইছে গান।

মরি কি সুন্দর! গায় মনোহর,
জুড়ায় তাপিত-প্রাণ।
পাখীর পাখায় লতায় পাতায়
তোমার নামটি লেখা।
পর্ব্বত-গুহায় বালুকা কণায়
তোমারি মুরতি আঁকা।
সাঁজের বেলায়, জোনাকী বেড়ায়,
হাসির উপরে হাসি।
(যেন) শ্যাম মকমলে, বসে তারাদলে,
স্বরগ হইতে আসি!
(অথবা) দিয়ে মুক্তামালা সাজাইয়া গলা,
ঘুমায় প্রকৃতি-রাণী।
ওহে চিত্রকর! এঁকেছ সুন্দর,
কোথা হ'তে নাহি জানি!



শুভ-পরিণয়। *

কি হবে অমলাবালা কে লবে বরণ-ডালা
ভাবি, তোর বিবাহের দিনে,
দেড় বছরেতে ফেলে তোর মা গেছেরে চ'লে
রেখে এই সংসার-কাননে।
আজি শুভদিনে হায়! বুক যে রে ফেটে যায়,
কোথা গেলি রাজরে আমার!
তোর অমলের বিয়ে, ধানদূর্ব্বা হাতে লয়ে
আশীর্ব্বাদ দেরে শিরে তার।
আসিয়া সংসার-বাসে, কেঁদে-কেটে অবশেষে
স্নেহ-রজ্জু করিয়া ছেদন,
স্বর্গ-ধামে চলে গেলি, বাপ মায় না চাহিলি
রেখে গেলি করিতে রোদন!
কাঁদিতে সংসারে এলি, কাঁদিয়া চলিয়া গেলি,
তাই আজি ডাকি বার বার।

---

* গ্রন্থকর্ত্রীর দৌহিত্রীর শুভ-পরিণয়োপলক্ষে।

তোর অমলের বিয়া, সব দুঃখ পাসরিয়া
হাস, হাস, দেখি একবার।
ওরে স্মৃতি কি করিলি, শুভদিনে জাগাইলি,
গতকথা হৃদয়ে আমার!
ওরে স্মৃতি চলে যারে মিনতি করিরে তোরে,
প্রাণে হোক্ আনন্দ-সঞ্চার।
না না, মোর সে আগুন, জ্বলিবে গো অনুক্ষণ,
নিভিবে না থাকিতে জীবন।
দূরে রেখে এ বিষাদ করি এই আশীর্ব্বাদ,
সুখী হও "অমল" রতন।
সংসারের অনাচারে যেন নাহি ছোঁয় তোরে,
সুখে সদা করিও সংসার।
পতিপ্রেমে প্রীত হ'য়ে পুত্র-কন্যা-ধন পেয়ে,
পদে মতি রেখ বিধাতার।
থেকরে, থেকরে ভাই, আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই,
—স্বামী-সহ সুখী অনিবার,
বিধাতৃ-প্রসাদ মাগি' এ শির শ্রীপদে রাখি,
বারবার করি নমস্কার।

"লুটে নিল কে ?"

লুটিতে আমার,
সুখের ভাণ্ডার,
কে পাঠাল কাল-চোর ?

কার বলে বলী
হয়ে তুই এলি,
হরিলি সর্ব্বস্ব মোর ?

—যখন যে ধন,
হ'ত প্রয়োজন,
তখনি পেয়েছি তায়।

রেখেছি তুলিয়া
ভাণ্ডার-ভরিয়া,
মনের আনন্দে হায় !

স্নেহ-ভক্তি কত,
ভালবাসা যত,
অচল অটল-প্রায়।

ছিল না অভাব,
মধুর স্বভাব,
ছিল গো বিভু-কৃপায়!

আজি হায় হায়,
কে হরিল তায়,—
রাখিল লইয়া কোথা?

হারাইয়া মণি,
যেন ভুজঙ্গিনী,
ভ্রমি আমি যথা-তথা।

যেদিকে নিরখি,
শূন্যময় দেখি,
প্রাণ কাঁদে হাহাকারে।

বিচ্ছেদ-অনল,
জ্বলিয়া প্রবল,
দিবা-নিশি দহে মোরে।

বহিছে জোয়ার,
করি' তোলপাড়,
দুঃখের সাগরে হায়!
স্রোতে ভেসে যাই,
কোন লক্ষ্য নাই,
সিন্ধু-বুকে তৃণ-প্রায়?
নয়নের জল,
ঝরে অবিরল,
নিবারিতে নারি তায়
কারে আন্ চান্,
ব্যাকুল পরাণ,
দাব-দগ্ধ মৃগী-প্রায়।
হায় গত-কথা,
প্রাণে আছে গাঁথা,
ভুলিব কেমনে হায়?
কি দারুণ-ব্যথা!
কি যে ব্যাকুলতা!
ভুলিতে পারি কি তায়?

ছাগ-শিশু।

দেখিনু অদূরে এক প্রান্তর-মাঝারে
খেলিতেছে ছাগ শিশু প্রফুল্ল অন্তরে।
তাহাদেরে দেখি মনে উপজিল দয়া,
তাই তাহাদের আমি কহিনু ডাকিয়া—
"হেসে খেলে বেড়াইছ, ভাব না অন্তরে,
কখন লইয়া হায়! বধিবে তোমারে।"
শুনিয়া আমার কথা ছাগ-শিশু কয়—
"মরিব অবশ্য আমি জানি তা নিশ্চয়।
নাহি থাকে চিরকাল কেহ এ ধরায়,
হাসি, খেলি, খাই কিন্তু করি না সঞ্চয়।

তোমরা যে জ্ঞানী বলে' অভিমান কর,
খুলিয়া বসিয়া আছ জ্ঞানের ভাণ্ডার ।
ভেবেছ কি তোমাদের হবে না মরণ,
এত দম্ভ-অভিমান কিসের কারণ ?
"নলিনীর দল-গত জলের মতন,
জান না কি দুলে সদা জীবের জীবন ?
বলিতে যেমন কথা, করিতে তেমন
পারে না মানব,—এই দুঃখের কারণ ।"
বড় লজ্জা পাইলাম তার কথা শুনে,
আসিলাম ধীরে ধীরে আপন ভবনে ।



মুক্তিপথ।

করুণা তোমার যারে একবার
কর হে করুণাময়!
সেকি রহে ঘরে, দু'দিনের তরে,
তুচ্ছ তার সমুদয়।
রাধিকা-সুন্দরী ছেড়ে ঘর-বাড়ী
ফিরেছিল বনে বনে।
বুঝিতে না পারি' স্বামী ও শাশুড়ী
শাসিতেন কুবচনে।
সদা ননদিনী, বলে কলঙ্কিনী
ভ্রাতারে ডাকিয়া বলে।—

"দেখ একবার গৃহিণী তোমার
কারে পূজে ফুল-জলে'।"
পাছে পাছে ফিরে, দেখিবার তরে
কে কোথায় আছে তার।
রাখ তুমি যারে এ ভব-পাথারে
মারে তারে সাধ্য কার?

মীরাবাই ছিল সব তেয়াগিল
না ভাবিত তোমা বিনে।
যে তোমারে চায় সে কি ফিরে চায়
অনিত্য এ ধন জনে?
কেবলি ভাবিত সদা হয়ে রত
চরণ কমল তব।
স্বামীর লাঞ্ছনা লোকের গঞ্জনা
অবাধে সহিল সব।

মহাত্মা চৈতন্য প্রেমে অচৈতন্য
ভাবে গড়াগড়ি যায়।
নাচে আর গায় পাগলের প্রায়
ধুলায় ধূসর কায়!

"এস প্রাণধন" বলিয়া কখন
দু'বাহু প্রসারি' যায়।
যারে পায় তারে কোল দেয় ধরে'
সব হেরে তোমাময়!

লালাবাবু ধনী নর-শিরোমণি,
কুবের সমান ধনে।
দাস-দাসী যত, খাটিত নিয়ত,
সম ভাবে নিশিদিনে।
রাজভোগ ফেলি, কন্থা নিল তুলি,
কটিতে কৌপীন-সার।
আহা মরি! মরি! মুখে হরি হরি
কমণ্ডলু হাতে তাঁর!
বাহিরিল পথে কেহ নাই সাথে,
ভিখারীর বেশে মরি!
তুমি সাথী যার কি ভয় তাহার,
ভবনদী দিতে পাড়ি?

ছাড়ি রাজ্যধন, রূপ-সনাতন,
তোমার উদ্দেশে ধায়।

যত পরিজনে, আত্মীয়-স্বজনে,
রাখিতে না পারে তায়!

বলি-হারি যাই, জগাই-মাধাই
করিলে তারে করুণা।
তোমার কৃপায়, মুক্ত হয়ে যায়,
না রহে পাপ—যাতনা।

ছিল হরিদাস হয়ে তব দাস
মুখে সদা "হরি হরি"।
কত দুষ্টজন ভুলাইতে মন,
পাঠাইল বার-নারী।
নামের মহিমা, নাহি তার সীমা
অকূল-সমুদ্র-প্রায়।
ভুলাইতে তারে, কভু কি সে পারে?
কাঁদিল পড়িয়া পায়!
"কি হইবে গতি, অগতির গতি,
গতি কর দয়াময়।"
তব দয়া হ'ল পাপ মতি গেল,
দিলে তারে পদাশ্রয়।

সে পাপ চারিণী, হ'ল তপস্বিনী,
রহিল চরণে প'ড়ে।
"হরি" "হরি" করে, জনমের তরে,
ডুবিল প্রেম-সাগরে।

* * *

এদেরি মতন, কবে মোর মন,
পূর্ণ হবে ভক্তিরসে।
মায়ামোহ-পাশ করিয়া বিনাশ
—তব সনে রব মিশে ?



বীর-শিশু।

ধন্য অভিমন্যু, বীর-কুল-চূড়ামণি
ধন্য তব পিতা, ধন্য সুভদ্রা জননী।
মহামূল্য রত্ন সেই গর্ভে ধরেছিল।
তোমা হেন পুত্ররত্ন অকালে হারাল!
পিতা তব ধনঞ্জয়, গোবিন্দ মাতুল,
ভাগ্যবান কেবা আছে তব সমতুল?
তবে কেন হেন দশা হইল তোমার
বধিল রে সপ্তরথী করি' অবিচার।
কালের অধীন তবে জীব সমুদয়,
কালপূর্ণ হ'লে সবে, কালে পায় লয়।
তাই বুঝি জীবগণে দেখাবার তরে,
হরিলেন বিধি তোমা দারুণ সমরে।

তোমা হেন বীর-শিশু সমরে দুর্জ্জয় ;
দারুণ ক্ষোভেতে দগ্ধ হৃদয়-নিলয়।
কেবলি যে কুঁড়ি হায়, না ফুটিতে ফুল
বৃন্তচ্যুত হয়ে গেল ; বিধি প্রতিকূল !

যদিও লাগিয়াছিল ভারত পূজায়
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত ব'লে বুক ফেটে যায়।
পূর্ণ-বিকশিত হলে ঘ্রাণ মনোহর
ছড়াইত চারিদিকে মরি কি সুন্দর !
কিন্তু কাল-কীট যেয়ে প্রবেশিল তায়,
কেটে দিল সমূলেতে হায়, হায়, হায়।
কেন আসুরিক কার্য্য কেন বীরগণ !
করিলে বধিয়া রণে বালক-জীবন ?
আজ সে কলঙ্ক কথা ঘোষিছে সংসারে
—বধিয়াছে অভিমন্যু সপ্তরথী ঘিরে।
অমর হয়েছে শিশু নাহিক সংশয়
যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উদিবে ধরায় ;
ততদিন তার নাম রহিবে সংসারে,
সোনার মূরতি তার রবে ঘরে ঘরে।



প্রলয়ের দিন।

(১৩১৭ সালে Haleyর ধূমকেতুর আবির্ভাব উপলক্ষে)

কি শুনিরে আজ হইবে প্রলয়
এই যে পৃথিবী জীব সমুদয়,
পশু-পাখী আদি মানব জীবন,
রবি শশী, যত ভবের ভূষণ—
জননীর স্নেহ, দম্পতীর প্রেম
ধন, রূপ, বল, রৌপ্য, মণি, হেম,
বিপুল সংসারে কিছু না রবে—
খণ্ড খণ্ড হয়ে কোথা উড়ে যাবে।

এই যে পৃথিবী শোভার ভাণ্ডার
গ্রহ তারাগণ দেখিব না আর,
হাসিবে না শিশু মা'র কোলে ব'সে
কহিবে না কথা আধ আধ ভাষে,
চুমিবে না মাতা মুখ ধরে' তার
হায় রে সকলি হবে ছারখার,
ধরণী সুন্দরী সাজিবে না আর
মনের মতন প'রে অলঙ্কার।
শিশিরের মালা নব দূর্ব্বাদলে,
রবির কিরণ ঝক্‌মক্ জ্বলে,
কিবা শোভা মরি ধরণীর গলে,
যখন বাতাসে মৃদু মৃদু দোলে।
দেখিব না আর হাসিতেছে ফুল,
কি সুন্দর আহা শোভায় অতুল,
এ সব সুন্দর কিছু না রবে,
জলে জলময় সকলি হবে !!
খ'সে প'ড়ে যাবে চন্দ্রসূর্য্য যত,
নাকি থাকিবে গো আগেকার মত ?
যাবে কি শুকায়ে সাগরের জল
চুরমার হবে, ভূধর সকল ?

অথবা দ্বাদশ রবির প্রকাশ
হইয়া, পৃথিবী করিবে বিনাশ ?
দেখিয়াছে ব্যোমে পণ্ডিত-সকল,
গ্রাসিতে আসিছে এ মহীমণ্ডল,
তিন কোটী ক্রোশ লেজ, ধূমাকার—
দেখিতে সে ঠিক তারার আকার,
সে এই পৃথিবী করি চূরমার,
চ'লে যাবে ফিরে যথাস্থানে তার ॥
লেজের ঘর্ষণে, হবে চূরমার,
পৃথিবীতে কিছু থাকিবে না আর !
ভূমিকম্প হবে, উল্কাপাত আর,
বিষাক্ত বাতাস আছে লেজে তার।
ঢেকে দিনমণি হবে আগুসার,
সমস্ত পৃথিবী যবে অন্ধকার।
যদি অভিপ্রায় হয়ে থাকে তাঁর
ভাঙ্গিতে এ খেলো ; রাখিবে না আর !
তবে ভেঙ্গে যাক্, যাক্‌রে এখনি,
গ্রহ তারা আর আকাশ, অবনী।
কাঁদিব না আর কি হবে বলিয়া,
—কালগ্রাসে সব যাক্‌রে ডুবিয়া ॥

শুভ-পরিণয়োপলক্ষে।

ঘন ঘন হুলুধ্বনি
মঙ্গল বাজনা শুনি'
হৃদয় আমার,
নাচিছে সুখের ভরে
দিলে বিধি দয়া করে'
আনন্দ অপার।
জীবন-সঙ্গিনী করে
ধরে' দাদা এল ঘরে
আহা মরি মরি!

আনন্দ-তরঙ্গ তায়
উছলি উছলি ধায়
তর তর করি'।

তাই ও প্রকৃতি-বালা
হাতে লয়ে ফুল-ডালা
রাঙ্গা সাড়ী পরি'

আশীর্ব্বাদ করিবারে
ধানদূর্ব্বা হাতে করে'
দাঁড়ায়ে সুন্দরী।

নব-দম্পতীর শিরে
দাও দেবী ধীরে ধীরে
করুণা বিতরি'

থাক' সতি! গুণবতি!
পতিপদে রেখে মতি,
গৃহ আলো করি'।

সকলি অমিয়-মাখা
তবু যেন ফাঁকা-ফাঁকা
কিবা যেন নাই।



ভাই বোন দু'টী ফেলে,
মা গেছে স্বরগে চলে,
—কোথা তারে পাই ?

সুখে, দুঃখে, সবদিনে,
তার কথা আসে মনে,
অই দেবী সতী !

আশায় নিরাশ হয়ে'
কোথা আছ লুকাইয়ে
দেখ গুণবতি !

পুত্র, পুত্রবধূ লয়ে
দুই হৃদি এক হয়ে
পশিছে সংসারে।

আশীর্ব্বাদ কর তারে
ধর্ম্ম ধ্রুব লক্ষ্য করে'
সুখে কাল হরে।

আজ এই শুভদিনে
কেন রে জাগিল মনে
সে দুঃখের স্মৃতি।

হৃদে আঁকা মূর্ত্তি তাঁর,
গাব না মুখেতে আর
সে বিষাদ-গীতি।

কেঁদে আর কাজ নাই,
এস দাদা ঘরে যাই,
নব-বধূ লয়ে।

প্রেমের প্রতিমাখানি
পূর্ণিমার শশী জিনি'
দেই সাজাইয়ে।

তোমার ও রূপখানি
পূর্ণিমার শশী জিনি'
আহা কি মাধুরী!

বউদিদি হেসে হেসে
দাঁড়াও দাদার পাশে
দেখি আঁখি ভরি'।

কর্ত্তব্য পালনে মতি
থাকে যেন দিবারাতি
পবিত্র-হৃদয়ে।

"সোহং" অক্ষয় কর
সীমন্তে সিন্দূর পর'
পুত্র কন্যা লয়ে।
ভক্তি রেখে গুরুজনে
সতত আনন্দ-মনে
থাক অনুক্ষণ।
পবিত্র দাম্পত্য-সুখে
থাক সদা হাসি মুখে,
এই আকিঞ্চন।
অতুল আনন্দ আজ
পাইনু হৃদয়-মাঝ
যাঁহার কৃপায়।
এস তাঁরে ত্বরা ক'রে
প্রণমি ভকতি ভরে
লুটায়ে ধরায়।

চন্দ্রনাথ শিখরে।

অনেক দিনের সাধ, পাহাড় উপরে
প্রকৃতির চারুচ্ছবি দেখিবার তরে।
তাই সকালেতে করি' শিখর দর্শন
আনন্দ-রসেতে ডুবে গেল মোর মন।
গায় অন্ধকারে ঢাকা ছিল গিরিবর
পতি অদর্শনে যথা সতীর অন্তর।
সেরূপ তুষারে ঢাকা ছিল তরুগণ
বিষাদে মলিন বেশ করিয়া ধারণ।
কাঁদিতেছে তরুগণ শিশিরের ছলে
ভাসিছে ভূধর-গাত্র নয়নের জলে।

অন্ধকার পরিহরি ধরি' নব বেশ
পুনরায় ধরা পরে উঠিল দীনেশ।
দেখিয়ে পূরব দিক ধবল বরণ
শাখীর শাখায় উঠে বসে পাখীগণ।
সুললিত কণ্ঠে তারা সঙ্গীত ছড়ায়
কেহ খাদ্য অন্বেষণে চারিদিকে ধায়।
প্রথমেতে রবিকর লতায় পাতায়
তার পরে চারিদিকে কিরণ ছড়ায়।
কর রাশি পড়ে যবে ফুলপত্র গায়
ভাবের লহরী দেখি উছলিয়া ধায়।
সাজিয়াছে অপরূপ পরে' অলঙ্কার
রতন-বলয় আর মুকুতার হার।
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত বৃক্ষ সারি সারি
নূতন তরুটী দেখে যাই বলিহারি!
মূল দেশ ছালে ঘেরা সার মাত্র নাই,
"বশিষ্ঠ আশ্রম" নাম বলিল সবাই।
প্রাচীরের মত ঘেরা দেখিতে সুন্দর
তপস্যা করিত যেথা ব'সে মুনিবর।
অম্বুকোটি শিব আর আছে একস্থানে
তার মাঝে প্রস্রবণ বহে রাত্রিদিনে।

অতি উচ্চ পাহাড়েতে আছে প্রস্রবণ
সহস্রধারা বলে' জানে সর্ব্বজন।
সহস্র ধারায় জল পড়ে দিবানিশি
ইচ্ছা হয় বিভু নাম জপি সেথা বসি'॥
দেখিতে বিভুর সব কার্য্য চমৎকার
কিশুষ্ক হৃদয়ে হয় রসের সঞ্চার।
তার পরে লবণাখ্য হ্রদ মনোহর,
উষ্ণ প্রস্রবণ আছে মন্দির ভিতর।
লবণের স্বাদ কিন্তু আছে সেই জলে
"লবণাখ্য" এই নাম লোকে তাই বলে॥
"বাড়বানলের" কথা কি বলিব আর
দূরে থেকে ভয় হয় ডাক শুনে' তার।
মন্দির ভিতরে ডাকে, বাহিরেতে নয়
বোধ হয় অগ্নিদেব গ্রাসে সমুদয়।
প্রকৃতির শোভা অতি মনোমুগ্ধকর
আগুন ভাসিছে দেখি জলের উপর।
দেখে বিপরীত ভাব, উপজে বিস্ময়,
নাচিতে লাগিল হর্ষে হৃদয়-নিলয়।
যে জলে নিভাব অগ্নি তাহে পুনর্ব্বার
ভাসিয়া বেড়ায় অগ্নি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

কত যে গভীর হ্রদ বলে সাধ্য কার
লৌহজাল-বদ্ধ হয় ভিতর তাহার।
কত শত নর-নারী স্নান করিবারে
নামিছে হরষভরে "ব্যোম" "ব্যোম" করে'।
বিধাতার লীলা দেখে' মুগ্ধ প্রাণ মন
জলের উপর অহো! জ্বলিছে দহন!
টগবগ্ করে জল, অগ্নি ভাসে তায়।
অনা'সে নামিয়া সেথা স্নান করা যায়।
গাত্রে নাহি লাগে অগ্নি বস্ত্র নাহি পোড়ে
প্রফুল্ল অন্তরে তাহে সবে স্নান করে।
কেহ কেহ বলে এতে কৃত্রিমতা আছে,
কৃত্রিমতা নাই ইথে, একেবারে মিছে।
প্রকৃতির কার্য্য ইথে ভুল কিছু নাই
ধন্য পরমেশ-লীলা বলিহারি যাই।



আশা-মরীচিকা।

আশায় ছিলাম আমি চেয়ে যার পানে,
বিদীর্ণ হ'তেছে কার
হায় মর্ম্ম-বেদনায়
সে কোথা চলিয়া গেল রাখিয়া এখানে ॥
ভেবেছিনু একদিন আবার আমার
যন্ত্রণা যাইবে দূরে,
সুদিন আসিবে ফিরে,
পুনঃ এই ঘরে শোভা হইবে বিস্তার ॥

সারী শ্যামা শুক পিক কতই আসিবে,
অমৃতের ধারা সম,
ঢালিবে শ্রবণে মম,
তাদের মধুর স্বরে পরাণ জুড়াবে ॥
ডাকিব তা'দের সবে চুম্‌কুড়ি দিয়া
চকিত চঞ্চল আঁখি,
লাবণ্য অঙ্গেতে মাখি,
আনন্দেতে কোলে পিঠে পড়িবে লুটিয়া।
তাহাদের বুকে করে পরাণ জুড়াব,
হৃদয় শীতল হবে
সব জ্বালা জুড়াইবে,
অতীত দুঃখের কথা মনে না আনিব ॥
হায়! আশাতরু আমি করিয়া রোপণ,
তার মূলে অবিরল
ঢালিয়া শান্তির জল
দেখিতে ছিলাম কত সুখের স্বপন ॥
হেন কালে কোথা হতে আসি কাল চোর,
ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর
সিঁধকাঠি বুকে মোর
হৃৎপিণ্ড কে'ড়ে নিলি, দয়া নাহি তোর ॥

বুকে পূরে রেখেছিনু যতন করিয়া,
শূন্য প্রাণ শূন্য মন,
শূন্য যেন ত্রিভুবন,
কোথায় বা লয়ে গেল পাই না খুঁজিয়া ॥
ভাবি নাই একদিন হইবে এমন,
সাহারার মরুপ্রায়,
করে মোর এ হৃদয়,
কালচোর সব মোর করিল লুণ্ঠন।
ওরে নিরদয় কাল কি বলিব আর,
একটুকু দয়া কিরে,
হ'ল না তোর অন্তরে,
একে একে কেড়ে নিলি সমস্ত আমার ॥
বহুলোকে পূর্ণ ছিল যে গৃহ আমার,
ছিল না বিপদ-রেখা,
সকলি আনন্দে মাখা,
সে গৃহ হয়েছে আজ শ্মশান আকার ॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে আমি পাগলিনী প্রায়,
পাষাণ সমান প্রাণে
বিঁধিল সে বাক্যবাণে
তীক্ষ্ণ তীরে হৃদিবিদ্ধ ; করি হায় হায়।

এমনি কঠোর কথা শুনিলাম কাণে,
আঁখিজলে ভেসে যাই,
কিছু না দেখিতে পাই,
কোনই সম্বন্ধ যেন ছিল না তা' সনে ॥
সংসার সাগরে তাই ভাসিয়া বেড়াই,
হইয়া আশ্রয়হীন
কাঁদি আমি নিশিদিন,
ডে'কে দুটো কথা বলে হেন জন নাই ॥
অকূলে পড়িয়া সদা করি হাহাকার,
আকুল নয়নে চাই,
কি করি কোথায় যাই,
সান্ত্বনা কে করে হায় কে আছে আমার ॥
এত আর সহে মোর এ ক্ষুদ্র পরাণে,
আর না সহিতে পারি,
যন্ত্রণা সে হ'ল ভারি,
তাই প্রাণ কিবা যেন খোঁজে রাত্রিদিনে ॥
কি নাই কি নাই সদা খুঁজিয়া বেড়াই,
শূন্য হেরি চারিধার,
কোথায় কি পাব আর,
দেশে দেশে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াই ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

অসহ্য যন্ত্রণা—মর্ম্ম দহিছে সদাই,
কোথায় পাইব শান্তি,
কেবলি মনের ভ্রান্তি,
কি কয়ে প্রাণের মাঝে কারে বা জানাই ॥



ক্রোধ।

অতুল বিক্রম তার ক্রোধ নাম যার
মানব জীবন যবে করে অধিকার।
আপন ক্ষমতা থাকে করিতে বিস্তার
পাষাণের প্রায় হৃদি কঠোর তাহার।
সেই বুক হ'তে করে গরল উদ্গার
করে কলুষিত অতি হৃদয়-আগার।
কর্ত্তব্য ভুলায়ে রাখে করিয়া পীড়ন
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানব জীবন।
মানব-প্রকৃতি হয় রাক্ষসের প্রায়
বদন ব্যাদান ক'রে চারিদিকে চায়।

বিক্ষোভ ।

পিশাচ আকার হয় ভীষণ মূরতি
সদা অত্যাচার করে ভাল ভাব প্রতি ;
ভক্তি ভালবাসা প্রেম তার অত্যাচারে
তিলেকের তরে হৃদে তিষ্ঠিবারে নারে ।
রোগ-যন্ত্রণায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করে
শুনিয়া কাতরধ্বনি হৃদয় বিদরে ;
হেন স্ত্রীকে মারে স্বামী পিশাচ আকার,
ধন্য ক্রোধ সংসারেতে তোর অত্যাচার !
ওরে মন ! তোরে আমি বলি বারে বারে
সহিষ্ণু পাহারা রাখ' হৃদয়-দুয়ারে ।
সজ্জিত হইয়া থাক' করিবারে রণ
তাড়াইও এলে ক্রোধ করে প্রাণপণ ;
এর সম শত্রু আর নাহিক সংসারে,
বিষময় সে সংসার ক্রোধ যারে ধরে ।



ভ্রাতৃ-বিরোধ। *

"মিলিয়া ভ্রাতায়,
পাণ্ডব দুর্জ্জয়,
কে পারে তাদের সনে ?

"একছত্রী রাজা,
পালিলেন প্রজা,
নাশিয়া বিপক্ষগণে।

"হায় হায় হায়,
সেদিন কোথায়,
তীক্ষ্ণ অসি ধরে করে ?

---

* প্রতাপ সিংহ ও শক্ত সিংহের লক্ষ্যনির্ণয়ার্থ-বিপদোপলক্ষে লিখিত।

"নিজ সহোদর,
নহে অন্য পর,
বধিতে চাহিছে তারে!

"এক দিন যারা
হয়ে আত্মহারা
ভ্রাতার মঙ্গল তরে

"আপন জীবন
করে বিসর্জ্জন,
চাহে না পিছনে ফিরে।

"সিংহাসন পরে,
বসায়ে ভ্রাতারে,
কত সুখী হয় তায়।

"বধে সে ভ্রাতায়,
একি দেখি হায়,
অমঙ্গল পায় পায়।

"বহু পুণ্যফলে,
রাজলক্ষ্মী মিলে,
হেলায় হারাবে তায়।

"কি করি কি করি,
কেমনে নিবারি,
ছারেখারে সব যায়।

"রাজলক্ষ্মী অতি
সচঞ্চল মতি,
গৃহ-বিবাদে না রয়।

"শত্রুকুল যত,
হতেছে আগত,
মঙ্গল না দেখি হায়!

"থাকিবে না আর,
ক্ষত্রিয় রাজার
রাজত্ব, বুঝিনু ভেবে;

"পর-কর-গত,
হইবে ভারত,
অচিরে গৌরব যাবে।"

এ কথা বলিয়া,
চলিছে ধাইয়া,
শোণিত পিপাসু অসি,

ধরিয়াছে করে,
নাশিতে ভ্রাতারে,
সেখানে দাঁড়া'ল আসি।

থামাইতে রণ,
কতই যতন,
করিলেন প্রাণপণে।

না শুনে বারণ
করে ঘোর রণ,
বিপদ ভাবি সে মনে।

সেইখানে বসি,
বসালেন অসি,
নিজ গলদেশে মার।

দ্বিখণ্ড হইয়া,
ভূমেতে পড়িয়া,
যায় শির গড়াগড়ি!

ফেলাইয়া অসি,
দাঁড়াইল আসি,
দু'ভাই সেখানে মরি,

যেখানে সে বীর,
ত্যজিল শরীর,
চলিল সংসার ছাড়ি' !

কেবা অই বীর,
কাটি' নিজ শির,
রাজ্যের মঙ্গল তরে,

আপন জীবন
ক'রে বিসর্জ্জন
চলেছে সংসার ছেড়ে ?

দেবতা কি নর,
অই বীরবর,
ভাবে সবে মনে মনে,

রাজগুরু ব'লে,
চিনিল সকলে,
স্তম্ভিত দর্শকগণে।

করে হায় হায়,
প্রতিধ্বনি তায়,
স্বরগ হইতে আসে—

ত্রিস্রোতা।

"এ ক্ষতি পূরণ
হবে না কখন",
জানিল সকলে শেষে!



"পত্র।"

একখানি পত্র দিদি পাইয়া তোমার,
জাগিল পূর্ব্বের স্মৃতি হৃদয়ে আমার।
পড়িতে পড়িতে হ'ল ব্যাকুলিত মন,
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
আনন্দ উৎসবে পূর্ণ ছিল যে ভবন,
শ্মশানেতে পরিণত হয়েছে এখন।
সাগর-তুফান প্রায় করে তোলপাড়,
বুকের ভিতরে সদা কি করে আমার!
কি ক'রে বুঝাই কারে অবশ পরাণ,
মন মোর সর্ব্বদাই করে আন্‌চান্‌।

থাকিতে পারি না সেথা হুহু করে প্রাণ,
খুঁজিয়া বেড়াই তাই জুড়াবার স্থান।
দেখিলাম কত স্থান তন্ন তন্ন ক'রে,
গহন কাননে আর সাগরে ভূধরে।
চাহি আমি বন পানে দেখি তরুগণ,
বিষাদ-কালিমা যেন করেছে ধারণ।
যথা যাই শান্তি নাই সদা হাহাকার,
চারিদিকে শুনি যেন প্রতিধ্বনি তার।
একটুকু শান্তি নাহি পেয়ে কোন স্থানে,
তাই এবে একা বসে কাঁদি নিরজনে।



ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভ্রাতাকে

স্নেহোপহার।

১

কেমন সুন্দর দৃশ্য
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে,
ভগিনীরা দিবে ফোঁটা
ভ্রাতার মঙ্গল তরে।

২

তাই হেরি এ আনন্দ
আজি সব বুকভরা,
দেখে এ মধুর ভাব
আহ্লাদে হাসিছে ধরা।

৩

আনন্দে পরেছে গলে
শিশিরের মুক্তাহার,
সকালে উঠিয়া দেখি
প্রকৃতির কি বাহার!

৪

যেদিকে নেহারি আমি
সব দেখি হাস্যময়,
ফল হাসে, পত্র হাসে,
হাসে পুষ্প সমুদয়।

৫

দিনমণি দিল দেখা
হাসিতে হাসিতে আসি,
হাসিয়া হাসাল দিক
ছড়ায়ে কিরণরাশি।

৬

চন্দ্র হাসে, তারা হাসে,
গাছে হেসে পাখী গায়,
মরি কি সুন্দর তান
শ্রবণ জুড়ায়ে যায়।

৭

ভ্রাতার মঙ্গল তরে
বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে
ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবে ;
বোনে রেঁধে দিলে ভাত
পরমায়ু বৃদ্ধি তাত
শাক ভাত যাহাই জুটিবে।
দরিদ্র ভগিনী সবে
স্নেহভরে তাই দিবে,
ভোজন করিবে ভ্রাতৃবরে ;
পরাণ শীতল হবে
সব জ্বালা জুড়াইবে
ভগিনীর স্নেহের নির্ঝরে।
সহোদর বোন ভাই
এমন সম্বন্ধ নাই
—এক রক্ত শিরায় শিরায় ;
বিধির বিধানে পড়ে'
থাকে সবে দূরে দূরে
তাতে কি সম্বন্ধ মুছে যায় ?

খেয়ে মার স্তনধারা
জীবন ধরেছি মোরা
এক মা'র জঠরে নিবাস ;

তাঁহারি যতনে হায়
আসিয়াছি এ ধরায়,
বহিতেছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

খেলিয়াছি এক সাথে
কতই আমোদ তাতে
এবে সেই শৈশব কোথায় ?

ছিল না কোনই জ্বালা
সুখেতে করেছি খেলা
দুলিয়া সে শৈশব দোলায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে
মিলিয়াছি ভাই বোনে
ফোঁটা দিব কপালে তোমায় ;

ভ্রাতার কপালে ফোঁটা
যম-দ্বারে হ'ক কাঁটা
এই ভাই, আশীষ আমায়।

বিভো ! করি এ মিনতি
তব পদে রেখে মতি
সুখে থাকে ভাইটী আমার ;
হাসিমুখ দেখে তারি
যেন হে মরিতে পারি
এ প্রার্থনা করি বারবার ।



কোন এক মহাত্মার প্রতি।

সঞ্জীবন মন্ত্র লয়ে
আসিয়া জগতে।
সজীব করিলে দিয়া
নির্জ্জীব ভারতে॥
মরুভূমে বীজ মরি
করিয়া রোপণ।
সুফল লভিতে কেহ
পারে কি কখন?
তোমার মতন কভু
কি বলিব আর।
নির্জ্জীব ভারতে হ'ল
জীবন সঞ্চার॥
যে অগ্নি জেলেছ তুমি
করিয়া ফুৎকার।

কে বলিতে পারে ইহা
নিভিবে আবার ॥
অথবা প্রবল বেগে
জ্বলি পুনর্ব্বার।
ধরিবেক অবশেষে
ভীষণ আকার ॥
ধন্য তেজ ধন্য শিক্ষা
অসীম কৌশল।
জ্বলন্ত বিশ্বাস তব
সুশিক্ষার ফল ॥
রত্নগর্ভা নারী সেই
গর্ভে ধরে ছিল।
তোমা হেন পুত্ররত্ন
প্রসব করিল ॥
সাগরে জনমে মুক্তা
শুক্তির ভিতরে।
কার কত মূল্য তাহা
কে বলিতে পারে ?
কতই পাথর আছে
ইতস্ততঃ পড়ে'।

চিনিতে না পেরে তারে
অনাদর করে ॥
ভাগ্যক্রমে যদি কোন
জহুরীর হাতে
পড়িলে, সকলে তারে
পারে সে জানিতে ॥
হায় চিরদিন এই
ভারত-জননী
প্রসব করিল কত
কোহিনূর মণি ॥
কিন্তু তারে কেহ আর
চিনিতে নারিল ;
তাই দয়া করে বিধি
পাঠাইয়া দিল ॥
সুন্দর জহুরী এক
মিলিল আসিয়া ।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া রত্ন
নিয়াছে বাছিয়া ॥

স্বর্গারোহণ। *

১

হু হু শব্দ করে আজ ওকি চলে যায়? †
ভয়েতে চকিত সবে চারিদিকে চায়।
শূন্য পথে দেবরথে মহিমায় লয়ে'
চলে গেল দেবদূত দেখিলাম চেয়ে!

২

সত্য কি সংসার ছেড়ে মহিমারঞ্জন
গেলে চলে তাই হেরি এত অলক্ষণ?
ঘূর্ণিবায়ু, উল্কাপাত, শিবার রোদন,
দেখে শুনে কাঁপে বুক বধির শ্রবণ!

৩

শান্তিময়ী ছিল ধরা কত হাসিখুসি
অকস্মাৎ কালমেঘ দেখা দিল আসি।
উঠিল তুমুল ঝড় কোথা যাবে আর
ভাঙ্গিল আশ্রয়-তরু করি চূরমার!

---

* কাকিনাধিপতি ৺রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের মৃত্যুপলক্ষে।

† কাকিনাধিপতির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা ঘূর্ণিবায়ু হইয়াছিল।

৪

নিরাশ্রয় হয়ে সবে কেঁদে কেঁদে খুন ;
বিলাপ করিছে গেয়ে মহিমার গুণ।
স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ করে হায় হায়
প্রজাবর্গ কাঁদে কত লুটায়ে ধরায় !

৫

তব শোকে ধেনু বৎস তৃণ নাহি খায়,
ডালে বসে কাঁদে পাখী উর্দ্ধমুখে চায়।
ভাবিছে মোদের তরে কে আর এখন
রাখিবে কদলী গাছে করিয়া যতন !

৬

কদলী খাইত যবে পাখীগণ আসি
আনন্দে দেখিতে তুমি মুখটিপি হাসি।
মিউ মিউ করে কাঁদে মার্জ্জার তোমার
চারিদিকে শুনি আজ শুধু হাহাকার !

৭

সোনার কাকিনা আজ শ্মশানের প্রায়
তোমার প্রাসাদ হেরি ব্যাকুল হৃদয়।
কুমার দেশেতে নাই শূন্য রাজবাড়ী
নয়নে থাকে না জল এ সব নেহারি !

৮

কিছুই থাকে না ভবে অনিত্য সংসার !
সুযশঃ মানবে রাখে করিয়া অমর।
তাই বীতরাগ হয়ে সংসারের প্রতি
স্বরগেতে চলে' তুমি গেলে মহামতি !

৯

গেলে যাও, মা'র কোলে লভগে বিশ্রাম,
চিরশান্তি চিরসুখ কতই আরাম !
দেবলোকে থাক তুমি দেবের মিশালে,
পৃথিবীতে তব নাম ঘোষুক সকলে।

১০

পিতামাতা রেখে ছিল যে নাম আদরে
সে নামের সার্থকতা করিলে সংসারে।
সংসারে কর্ত্তব্য যথা করিয়া পালন
চলে গেলে মহামতি অমর ভুবন।

১১

প্রভু হে ! করুণাময় তব করুণায়
স্থান দিয়া তব পদে রেখ' মহিমায়।
মহিমাকে রেখ' প্রভো তব স্নেহক্রোড়ে,
দাও হে সান্ত্বনা প্রাণে রাজ-পরিবারে।

সব এক

মা বলে যে ডেকে শান্তি পায়।

১

দশ দিকে রক্ষা কর সর্ব্বক্ষণ,
বলে দশভুজা তব ভক্তগণ।
তব অগোচর নাহিক সংসারে
তাই ত্রিনয়নী বলে গো তোমারে।

২

সৃষ্টি-স্থিতি তুমি প্রলয়কারিণী ;
তারা ব্রহ্মময়ী বিশ্ব-প্রসবিনী,
জগতের ধাত্রী, পালনকারিণী
অন্ত কেবা পায় অনন্তরূপিণী।

৩

জগতের মাঝে হেন শব্দ নাই
মা বলে ডাকিতে যত শান্তি পাই ;
ব্রহ্মময়ী আমি পড়িয়া ফাঁপরে
ভয়ে মা, মা, বলে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।

৪

এসে বস মাগো হৃদয়ে আমার,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি চরণে তোমার
দিয়া পূজি মাগো ষোড়শোপচারে
ধূপ দীপ আদি বলি সহকারে।

৫

ছাগ মেষ বলি লৌহখড়গ ধারে
নাহি রাজি আমি দিতে মা তোমারে ;
ষড়রিপু বলি জ্ঞান-অসি ধরে'
বলি দিতে সাধ তোমার দুয়ারে।

৬

কি বলিব আমি কর্ম্মদোষে আর
সাধন ভজন হ'ল না আমার ;
সদাই সংসারে ক'রে হাহাকার
কাটাইনু হায় জীবন আমার।

৭

ষোড়শোপচার থাক মাগো দূরে
পূজিতে নারিনু পঞ্চ উপচারে,
পণ্ড হয়ে যায় যা' করি যোগাড়,
এ সকল শুধু ছলনা তোমার।

৮

সব ছেড়ে ভাবি যাই তব কাছে
গোপনেতে মা'র বুকে মোর বাজে,
অচেতন হই কি হ'ল ভাবিয়ে
সরে' পড় তুমি পাই না খুঁজিয়ে।

৯

আদ্যাশক্তি তুমি শক্তি দাও মোরে,
মহামায়া মাগো রেখ না সংসারে,
কতই কাঁদিব পড়ে ভব-কূপে,
মুগ্ধ কর মোরে মা তোমার রূপে।



চিরদিন রব না।

নিজ দেশ ছেড়ে ভবের বাজারে
লাভের চেষ্টায় ফিরি ঘরে ঘরে।
করমের দোষে কি বলিব আর
প্রথমেই ক্ষতি হইল আমার।
সে ক্ষতি হ'ল না পূরণ জীবনে
মাতার যে স্নেহ অতুল ভুবনে।
তারপর আশা হবে কিছু লাভ
ভক্তি-ভালবাসা অতুল বৈভব,
ভাল না দেখিতে পেরে কাল চোর

ভীষণ মুরতি ধরে এসে মোর
মুলধন লয়ে পলাইয়ে যায়
গেল দিন সদা করে' হায় হায় !
কি হইবে শেষে ভেবে নিরুপায় !
কাজ নাই মন লাভের চেষ্টায়।
দেরী নাই পুনঃ যেতে নিজালয়,
ডাকিছেন মাতা করে' আয় আয়।
ওমা দয়াময়ি ! কি ডাকিছ আর
সম্বল হারায়ে তনয়া তোমার,
কি দুর্দ্দশা দেখ হয়েছে তাহার
কাঁদিতেছে সদা করে' হাহাকার।
ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপিছে হৃদয়,
এসে কোলে তুলে লও মা আমায়।



বিপদ।

বিপদ এখন আর কি ভয় তোমারে ?
ছিল ভয় সুখে যবে ছিলাম সংসারে ॥
বিরাজ করিত লক্ষ্মী গৃহেতে আমার।
শান্তি সুখ কত ছিল আনন্দ অপার॥
আনন্দে করিত ধ্বনি কোকিল পাপিয়া।
হর্ষ ভরে হৃদি মম উঠিত নাচিয়া ॥
কতই সাধের পাখী ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
হাসি হাসি কোলে পিঠে পড়িত লুটিয়া ॥
হেরিয়া তাদের সেই প্রফুল্লিত প্রাণ।
কুটুম্বগণের ছিল সাদর আহ্বান ॥
কত ভয় হ'ত তুমি আসিবে ভাবিয়া।
এখন সে দিন নাই গিয়াছে চলিয়া ॥
পিঞ্জর ভাঙিয়া পাখী উড়িছে বিমানে।
আর সে আনন্দধ্বনি পশে না শ্রবণে ॥
শ্মশান হয়েছে গৃহ ভীষণ আকার।
কিছু আর নাহি প্রাণে শুধু হাহাকার ॥
বিকট মূরতি তব হেরি চারি ধারে।
শান্তি সুখ তব ভয়ে পলায়েছে দূরে ॥

ব্রজবালা।

শুষ্ক মরুভূমি প্রাণে
বারির সঞ্চার।
একমাত্র ব্রজবালা
তুই রে আমার॥
না পেয়ে তোমার পত্র
করি আন্‌চান্‌।
কিছুই লাগে না ভাল—
পাগল পরাণ॥
দূর দেশে রেখে তোরে
কঠিন হৃদয়।

আসিলাম চলে হেথা
আমি কি নিদয় ॥
সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে
জল-ভরা আঁখি।
মনে হয় উড়ে গিয়া
দেখি হয়ে পাখী ॥
কত দিনে দেখিব রে
তোরে প্রাণ ধন।
পথপানে চেয়ে আছি
চাতক যেমন
থাকে বারি আশে চেয়ে
আকাশের পানে।
জুড়াতে তৃষিত প্রাণ
ঘন বরিষণে ॥
আর কবে দেখিব রে
তোর সে বয়ান।
জুড়াইব শোক-দগ্ধ
তাপিত পরাণ ॥
কিছু মাত্র আশা নাই
হা হতাশ ভরা।

ত্রিস্রোতা।

হৃদাকাশে এক মাত্র
তুই ধ্রুবতারা ॥
তোর মুখ চেয়ে ধরি
এ পোড়া জীবন।
এ উদাস প্রাণে তুই
একটি বন্ধন ॥
পতি-পুত্র লয়ে থাক
বিধাতার বরে।
আমার বুকের ধন
থাক' বুক জুড়ে' ॥



একজন বৃদ্ধের দর্শনে লিখিত।

১

মাতৃগর্ভ হতে যবে এলে ধরা পর
ছিলে তুমি জড়পিণ্ড
শূন্য ছিল জ্ঞানকাণ্ড
মাতার কোমল কোলে বাস নিরন্তর।

২

ক্রমে হ'ল মার কোলে প্রফুল্ল আনন,
আধ আধ কথা মুখে
জননী ভাসেন সুখে
কতই আদর আর বদন চুম্বন।

৩

শরীরের শক্তি ক্রমে বাড়িতে লাগিল
ছুটাছুটি সাথী সনে,
খেলেছ আনন্দ মনে,
যৌবন সুখের কাল তারপরে এল।

৪

লাবণ্য হেরিয়া হ'ত মুগ্ধ প্রাণ মন
চলিয়াছ মদভরে
মেদিনী কম্পিত করে',
তোমার ও কণ্ঠস্বরে জুড়া'ত শ্রবণ।

৫

মৃণাল জিনিয়া ভুজ নেড়ে ধীরে ধীরে
গর্ব্বভরে চলে' ফিরে'
সভাতে বক্তৃতা করে'
ভাসালে যশের তরি ভারত-সাগরে।

৬

বদনে অমৃতধারা বহিত তোমার
শুনি তব শ্রোতৃগণ
করতালি ঘনে ঘন,
প্রশংসার ধ্বনি মুখে উঠিত সবার।

৭

সে শোভা কোথায় তব গিয়াছে এখন
বিকৃত কণ্ঠের স্বর
শুনে' হাসে নারীনর
ঝুলিছে গায়ের চর্ম্ম খুলিছে দশন।

৮

মস্তকে হয়েছে কেশ ধবল বরণ
ইন্দ্রিয় শিথিল হবে
কোন শক্তি নাহি রবে
দৃষ্টিহীন হবে তব যুগল নয়ন।

৯

তার পর কোথা ফিরে যেতে হবে শেষে
"কাল" নামে একজন
ঘোরে ফিরে সর্ব্বক্ষণ
সেই ধরে' লয়ে যাবে আর এক দেশে।

১০

কোথায় সে দেশ কেহ দেখে নাই চোখে
সে অতি পবিত্র স্থান
সদা সুখ বর্ত্তমান
এই শুনা যায় শুধু মহাজন মুখে।

১১

থাকা নাহি যাবে হেথা জানে সর্ব্বজন
কোথা হতে কেবা আসে
পুনঃ কোথা যায় মিশে
কার সাধ্য তার তত্ত্ব করে নিরূপণ।

শত্রুকে ভালবাসা।

এস ভগ্নিগণ! মিলে সর্ব্বজন
স'পি প্রাণ মন বিভুর চরণে;
হিংসা-দ্বেষ ভুলি' এস সবে মিলে
শত্রু-অশ্রুধারা মুছাই যতনে।
করিয়ে সান্ত্বনা মোরা সর্ব্বজনা
মঙ্গল কামনা করি প্রাণপণে;
হাতে ধরে' তারে লয়ে যাই ঘরে
রাখি সদা তারে নয়নে নয়নে।

কাকিনাধিপতি

অনারেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুরের

শুভ-রাজোপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে

স্নেহ-উপহার।

অপূর্ব্ব আনন্দ আজ হেরি চারিধারে,
কাকিনা ভাসিছে যেন সুখের সাগরে।
নরনারী যত জন
সবাই প্রফুল্ল মন
ধাইতেছে ছুটাছুটি
পেতে রাজ-দরশন,
উড়িছে নিশান কত বাজিছে বাজনা
রাজ-আগমন-বার্ত্তা করিয়া ঘোষণা।

১৩১

জয়ধ্বনি করে পাখী
বসিয়া শাখীর শাখে,
সুনীল গগন হাসে
কোন কথা নাহি মুখে,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল,
হাসিছে ত্রিস্রোতা নদী ক'রে কল কল।
ফল হাসে পত্র হাসে
হাসে তরুলতাগণ,
শূন্য ছিল পূর্ণ হল
দেখে রাজ-সিংহাসন,
ঘন ঘন হুলুধ্বনি করে রামাগণ
সুবাস বহিয়া সুখে আনে সমীরণ।
রাজ-অভ্যর্থনা তরে
দাঁড়ায়েছে বৃক্ষসারি,
খদ্যোতিকা হাসি-শোভা
দেখে যাই বলিহারি ;
তমো নাশি' হয়ে খুসি রাঙা শাড়ী পরি'
হাসিছে প্রকৃতিবালা দিগন্ত প্রসারি।
আজ এ সুখের দিনে
ধন-রত্ন অলঙ্কার

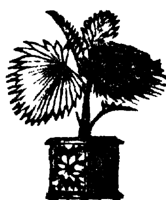
যথাসাধ্য দিবে সবে
মব রাজে উপহার;
রাজন্! তব যোগ্য ঘরে কিছু নাহিক আমার
আসিয়াছি দিতে তাই স্নেহ-উপহার।
কুড়ে ঘরে বাস করি
শাকান্নে উদর পূরি,
তা' বলে দিও না ফেলে
লহ ঘৃণা পরিহরি;
সুখে থাক খুলে রাখ যশের ভাণ্ডার,
এই আশীর্ব্বাদ লহ রাজন্ আমার।



নিরাশা।

ধাপরে কে ছুটে আসে পিশাচের প্রায়
আমাকে ধরিবে বুঝি এই অভিপ্রায়।
ওঃ! বুঝেছি ওরে নিরাশা রাক্ষসী হায়!
উহারে দেখিয়া মম ভয়ে প্রাণ যায়।
ভীষণ মূরতি ওর আরক্ত লোচন
ঘেরিয়া দাঁড়াল মোরে করিয়া বেষ্টন।
শাণিত কৃপাণ হাতে ঘুরিছে নিয়ত
পলাইতে একটুকু নাহি পাই পথ।
বদন ব্যাদান করে কার দিকে চায়
ও মূরতি দেখে মম শোণিত শুখায়।
কেমনে বাঁচিব আমি তার হাতে হায়
যাঁতায় ফেলিয়া মোরে পিষিবারে চায়।

দিতেছে যাতনা কত দেখাইছে ভয়,
শিহরে শরীর মম কাঁপিছে হৃদয়।
দারুণ প্রহার তার কত সহে আর
যে দিকে নেহারি হেরি ঘোর অন্ধকার!
সংসার-সাগরে ঘোর উঠিছে তুফান
দাঁড়াই কোথায় খুঁজে নাহি পাই স্থান।
অতি দূরে দূরে একটু শুনিতে পাই
বলিতেছে আশা ডেকে "কিছু ভয় নাই!"



স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে।

অনেক দিনের সাধ দিতে ও চরণে
ভকতি-কুসুম, তাই তুলেছি যতনে;
যদিও সুগন্ধহীন, গেছে শুকাইয়া,
তার মাঝে যাহা ছিল এনেছি বাছিয়া।
আঁখিজল সহ তাই অঞ্জলি পূরিয়া
যুগল চরণে বাবা দিতেছি ঢালিয়া।
তব যোগ্য নহে ইহা জানি আমি মনে
দুঃখিনী সন্তান বলে' লহ স্নেহগুণে।

আশা।

করুণারূপিণী তুমি আশা মা আমার
তব করুণার সুখে চলেছে সংসার।
সংসার-তরঙ্গ মাঝে
বিপদ-ঝটিকা এসে
আলোড়িত করে যবে মানব জীবন,
তোমাকে আশ্রয় করে' বাঁচে জীবগণ।
তোমার আশ্বাস-বাণী
প্রাণে সুমধুর ধ্বনি
বাজে নাচে হর্ষে তাহে হৃদয়-নিলয়,
তব দয়া বলে বদ্ধ জীব সমুদয়।
অবসন্ন হৃদি শূন্য
ত্রিভুবন হেরি শূন্য
নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে করি হাহাকার,
তখন আদরে কোলে লও মা আমার।

মাথা রাখি তব কোলে
সর্ব্ব দুঃখ যাই ভুলে'
অশান্তি-আতপ-তাপে যবে প্রাণ মম
জ্বলে, তব তরুমূলে জুড়াই জীবন।
তুমি দয়া সর্ব্বক্ষণ
না করিলে জীবগণ
নিরাশার কষাঘাত সহে কতক্ষণ
বাঁচিয়া থাকিত ভবে জীবের জীবন ?
সংসার-সাগরে পড়ে
নিশ্চয় যাইত মরে
প্রবল তরঙ্গাঘাতে হয়ে তোলপাড়
আশ্রয় না দিতে যদি আশা মা আমার।
যদিও চঞ্চল মতি
নাহি তিষ্ঠে এক রতি
তথাপি তোমারে ধরে আছে জীবগণ,
জলাশয় হেরে ধায় পথিক যেমন।
শুকন হৃদয়ে ঢাল স্নেহ-প্রস্রবণ
পাইয়া সে স্নেহধারা জুড়াই জীবন।

উল্কাপাত।

কোথায় নিবাস তব কেন এসেছিলে
কোথা হতে এসে পুনঃ কোথা গেলে চলে?
তমো নাশি' আলো রাশি বিস্তার করিয়ে
নিমেষের মাঝে কোথা গেলে লুকাইয়ে?
কেন হয়েছিল তব হেথা আগমন
কি কার্য্য সাধিতে তুমি করিলে মনন?
মানব-দুর্গতি দেখে শুকতারা যেয়ে
তোমাকে কি বলেছিল বিনয় করিয়ে—
"ধরা 'পরে মহাশয় করহ গমন
দেখে এস মানবের দুর্গতি কেমন।
নদীনালা শুকাইল উর্ব্বরতা যায়
শস্য শূন্য হ'ল ধরা কি হবে উপায়!"
আগে ধূমতারা তাই দিলে পাঠাইয়ে
যেতে না যাইতে ফিরে আসিলে চলিয়ে।
দয়া করে অবনীতে যদি এসেছিলে
যা' কর তা' কর কেন নাহি গেলে বলে'।

পরকাল।

কলের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়
সেইরূপে নাচি মোরা বিধির খেলায়।
যে কালে চৈতন্য থাকে আত্মা বলি তারে
এখানে ফুরায় সব নাহি কিছু পরে।
সম্মুখে বসিয়া থাকি চোখে চোখে রাখি
নাহি দেখি কোথা উড়ে যায় প্রাণপাখী।
থাকিলে অবশ্য কিছু দেখিতাম চোখে
বৃথা লোকে বলে আত্মা গেছে পরলোকে।
ভ্রান্ত যারা এই তর্ক করে সর্ব্বদায়,
অবিনাশী আত্মা আমি জেনেছি নিশ্চয়।
পরলোকে আত্মা সনে আত্মার মিলন
দেখেছি অনেক বার এ নহে স্বপন।
ভূত-ভবিষ্যত-কর্ত্তা সৃজন-পালন
বিশ্বাস করিতে হবে আছে একজন।
কার্য্য দেখি তাঁরে সদা পাই দরশন
সেইরূপে আত্মা করে অলক্ষ্যে গমন।
তর্কেতে মীমাংসা করা শক্তি মম নাই
প্রত্যক্ষ করেছি যাহা বলিলাম তাই।

শুভ-পরিণয় উপলক্ষে

স্নেহ-উপহার।

১

নিশীথ সমীরে
পড়ে ধীরে ধীরে
বিমল তুষার বিন্দু।
পবন হিল্লোলে
আম্র শাখা দোলে
গগনে হাসিছে ইন্দু॥

২

এমন সময়
হুলুধ্বনি হয়
দাঁড়াইল আসি সবে,

বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিবে দু'জনে
দুই হৃদি এক হবে ॥

৩

গলে তারামালা
হাতে ফুলডালা
আসিল প্রকৃতি আজ,
রূপের প্রভায়
দিক্ সমুদায়
পরিল সুন্দর সাজ ॥

৪

লতা-পাতা-ফুল
হাসিয়া আকুল
পবিত্র মিলন দেখি,
"স্বরে মেখে মধু
কথা কও বধূ"
—বিমানে ডাকিল পাখী ॥

৫

সদা সাথী সনে
প্রফুল্ল আননে
খেলিয়াছ নিরন্তর,
এবে, হইয়া গৃহিণী
ও নীর-নলিনী
সুখে কর স্বামিঘর॥

৬

ভক্তি রেখ মনে
সদা গুরুজনে,
গৃহকাজে থেক রত,
স্বামী কাজে মতি
রেখ দিবা রাতি
ভেবো দেবতার মত।

৭

জা' ও ননদিনী
আপন ভগিনী
দেখিও মা চিরদিন,

তাহাদের সনে
মিশ সর্ব্বক্ষণে
নাহি থেক উদাসীন॥

৮

ধর্ম্মে রেখ মতি
হও সাধ্বী সতী
থেক গৃহ আলো করে,
আদর্শ রমণী
হও মা নলিনী
যশে যেন ধরা ভরে॥

৯

কি আছে মা ঘরে
কিবা দিব তোরে
হয়ে আছি মৃতপ্রায়,
ফল্গুনদী প্রায়
সদা বহে যায়
কেহ না দেখিতে পায়।

১৮

স্নেহ-প্রস্রবণ
বহে সর্ব্বক্ষণ
সে স্নেহ ঢালিয়া তোরে;
দেই উপহার
লও মা আমার
রেখ মনে পিসী মা'রে ॥



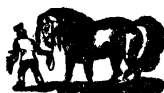
শিশুহারা জননী।

স্নেহের সাগর পিতা
স্বর্গেতে আমার
গেলেন চলিয়ে সব
ক'রে পরিহার।
বিয়োগ-বারতা আমি
পাইয়া তাঁহার
হাট হাজারিতে পড়ে'
করি হাহাকার।
দয়া করে তুমি মোরে
প্রভু দয়াময়

কোলে তুলে' দিলে এক
সুন্দর তনয়।
পিতৃ অবসর হেরি
শিশুর বদনে
সে সময় এই কথা
হ'ল মম মনে।
এত ভালবাসা পিতা
কখন কি ভুলে?
তাই শিশুরূপে এসে
বসিলেন কোলে।
পুনঃ পুনঃ পিতৃস্নেহ
করিয়ে স্মরণ
ফিরে ফিরে শিশু আমি
করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস
স্মরিয়া পিতায়
শিশু কোলে করে যেন
জুড়া'ল হৃদয়।
আদরে গোপাল বলে'
বুকে লই তুলে'

জীবনের যত জ্বালা
সব যাই ভুলে'।
পিসী তার নাম রাখে
কহিনূর মণি
এমন হইবে শেষে
কিছুই না জানি।
মা'কে দেখাইব শিশু
মনে অভিলাষ
কাকিনাতে যেয়ে হ'ল
মম সর্ব্বনাশ।
কেন বিধি দিয়েছিলে
পুনঃ নিলে কাড়ি'
বিচিত্র তোমার লীলা
বুঝিতে না পারি।
শোকে দুঃখে মা আমার
পাগলিনী প্রায়,
দেখিয়া তাহার দশা
বুক ফেটে যায়।
দুঃখের উপরে দুঃখ
চাপাইয়া তাঁরে

পুত্র-শোক বুকে লয়ে
আসিলাম ফিরে!
তোমার যা ইচ্ছা প্রভো!
হয়ে গেছে তাই,
এখন নিকটে তব
এই ভিক্ষা চাই—
জনম দুঃখিনী মা'কে
কাঁদায়ো না আর
চরণে রাখিও পিতঃ!
শিশুটী আমার।



করুণারূপিণী মা ।

চারিদিকে যবে হেরি অন্ধকার
কোনই উপায় নাহি দেখি আর
করুণারূপিণী তুমি মা আমার
তখনি করুণা করিয়া বিস্তার
(মোরে) লয়েছ কোলেতে তুলে' ।

ধৈর্য্য-রজ্জু দিয়া বেঁধে মোর হিয়ে
দগধ হৃদয়ে দিয়াছ ঢালিয়ে
সান্ত্বনার বারি করুণা করিয়ে
নয়নের বারি আঁচলে মুছায়ে
(আশার) আলো দিয়াছ জ্বেলে ॥

ভীষণ সংসারে যদি মা তোমার
নাহি পাইতাম করুণা অপার,
ডুবে যাইতাম দুঃখের সাগরে,
বাঁচাইলে মোরে তুমি হাতে ধরে
কে জানে তব (কত) মহিমা।
ডাকি না তোমারে, থাক পাছে পাছে;
ভয় পেলে আমি, সরে এস কাছে;
অভয়ের বাণী হৃদয়ের মাঝে
বল সর্ব্বক্ষণ, নাহি ভুলি পাছে;
তোমার দয়ার নাহি সীমা॥



তুমি সব।

সাগর তরঙ্গ মাঝে বিরাজ' করুণাময়
পর্ব্বত নির্ঝরে সদা পাই তব পরিচয়।
বিহগ ললিতকণ্ঠে তোমারি মধুর স্বর,
মাতার কোমল হৃদে তুমি স্নেহ নিরন্তর॥
তোমারি মধুর রস ফলের ভিতরে রয়
দম্পতী-যুগলবুকে প্রেমের বাতাস বয়।
ফুলের ভিতরে দেখি তোমারি মধুর হাসি
ধরণীতে শশীরূপে ঢাল তুমি সুধারাশি।
অবনীতে ঋতুরূপে ঘুরিতেছ বারমাস,
প্রাণরূপে জীব দেহে করিতেছ সদা বাস।
তুমিই আমার নাথ তোমা বিনে কিছু নাই
যে দিকে নেহারি আঁখি তোমা মাখা সব ঠাঁই॥

আদর্শ রমণী।

প্রেমের তুলনা তোর কভু নাহি মিলে
তুই কিরে দেববালা আসিলি ভূতলে ?
স্বামীর সুখের তরে
সপত্নীরে হাতে ধরে
বসাইলি পতিঅঙ্কে আনন্দে বিভোর,
মলিন বদন কেহ দেখে নাই তোর !

সপত্নীরে লয়ে স্বামী সুখে কাল হরে
কণ্টক হবে না ভেবে থাক সদা দূরে।
সতীকুলে অগ্রগণ্য
তুমিই রমণী ধন্য
কে পারে এমন ত্যাগ করিতে স্বীকার ?
খুঁজিয়া না পাই আমি তুলনা তোমার !

কতই আনন্দ তব হৃদয়েতে মাখা
কেহ নাহি খুঁজে পায় বিষাদের রেখা !
স্বার্থশূন্য নারী করে'
বিধাতা গড়েছে তোরে
তোমার এ পতি-প্রেম শিখে বঙ্গবালা
পতিকুল পিতৃকুল করুক উজলা !

শুনেছি স্বামীর তরে কত সতীগণ
দিয়াছে আপন সুখ সদা বিসর্জ্জন,
স্বামি-শব বক্ষে ধরে'
ভেল্যাতে আশ্রয় করে'
বেহুলা ভাসিয়া ছিল অকূল সাগরে,
স্বামীর জীবন-ভিক্ষা মেগে ঘরে ঘরে !

পুরাণ পবিত্র যেই সাবিত্রীর নামে
যাহার তুলনা নাই এই ধরাধামে,
রবিসুতে নাহি ভয়
পতি প্রাণ মাগি লয়,
সতীর করুণা কণা পাইবার তরে
সাবিত্রীর ব্রত নারী করে ঘরে ঘরে।

সীতা সতী গুণবতী রাজার কুমারী
ফিরেছেন বনে বনে রাজভোগ ছাড়ি' ;
রাবণ দুর্ম্মতি এসে
হরিয়া লইল শেষে
"হা' রাম কোথায় তুমি" মুখে সদা তার
সে পাপে নির্ব্বংশ হল রাবণ রাজার।

পতি-পদ বক্ষে ধরে কত শত সতী
দিয়াছেন চিতানলে জীবন আহুতি ;
জীবনে মরণে পতি
পতিপদে সদা মতি
ছায়া সম স্বামী সাথে রহে সতীগণ,
ছাড়িতে না পারে সতী পতিরে কখন।

হেন পতি দিয়া তুই সপত্নীর করে
রাখিলি দৃষ্টান্ত এই সংসার ভিতরে ;
মানুষ তো থাক দূরে
দেবীরাও নাহি পারে
সাধিলি অপূর্ব্ব কাজ ভেবে মরি তাই,
ধন্য তুই নারীকুলে—বলিহারি যাই।

ইংলণ্ড যাত্রীর প্রতি।

যে মাতার স্নেহধারা বহে সর্ব্বক্ষণ
স্বদেশী, বিদেশী নাই সদা বিতরণ
করেন জননী তোর, নহে নীচমন,
যার স্তন্য সুধা পানে ধরেছ জীবন,
সর্ব্বদায় ছিল যার কোলেতে নিবাস
যার কৃপাবলে তোর বুদ্ধির বিকাশ
এক মুষ্টি অন্ন কি রে
জুটিল না তার ঘরে
মা'কে ছেড়ে সিন্ধু বক্ষে দিলিরে সাঁতার,
কত কষ্ট সহি' পাড়ি দিলিরে পাথার।

স্নেহময়ী মা'কে ছেড়ে গেলি দেশান্তরে
ডাকিলে পরের মা'কে স্নেহ সে কি করে?
কোলে কি লবে রে তুলে' সে আদর করে'
যতনে কি দিবে তোরে খেতে পেটভরে'
তার ছেলে যাহা খাবে
তাহা কি তোমাকে দিবে
তোর কষ্ট দেখে ব্যথা পাবে সে কি প্রাণে,
আদর করিবে তোরে চেয়ে মুখপানে?

অর্দ্ধদগ্ধ মাংসখণ্ড করিবি আহার
রাত্রিদিন সমভাবে রহে অন্ধকার।
দিনমানে চন্দ্র সূর্য্য দেখা পাওয়া দায়
শোণিত জমিয়া যায় শীতের জ্বালায়;
বিদেশী পোষাক পরে'
আসিবি ঘরেতে ফিরে
কাঁটা ও চামচ বিনা হবে না আহার,
চাল ও চলন হবে আর এক প্রকার।

ইহাই আনিতে কিরে গেলি সিন্ধুপারে
কাঁদিয়া মরিয়া যাব তোর দশা হে'রে
আশায় বাঁধিয়া বুক আছি দূরে পড়ে

স্বদেশের দ্বারে কবে আসিবি রে ফিরে ?
দেখে তোর মুখশশী
দূর হবে দুঃখরাশি
জুড়াবে আমার প্রাণে যত শত জ্বালা
জননীর মুখখানি হইবে উজলা।
সৎপুত্র হইয়া থেকো কুলের ভূষণ
জনমভূমিরে যেন ভুলো না কখন।
আদর করিয়া তোরে তুলে লবে কোলে
প্রাণ ভরে সদা তারে ডেকো মা, মা বলে।



তুমি কোথায় ?

কোথা তুমি, কোথা তুমি খুঁজি চারিধারে
কিছু না দেখিতে পাই শুধু আঁখি ঝরে।
কোন দেশে থাক তুমি কোথা তব ঘর
ডাকিয়া না নিলে মোরে ভাবিলে কি পর ?
লুকাইয়া থাক সদা নাহি দাও দেখা
সংসার-জলধি-তীরে কাঁদি বসে একা।
যেখানে সেখানে থাক না কহিলে কথা
আমার দেবতা, রাখি তব পদে মাথা।

তুমি এ জগতে নাই।

মরম যাতনা যত তোমারে জানাতে চাই,
ব্যাকুল হৃদয় মম তুমি এ জগতে নাই।
সুখশান্তি নিয়ে গেছ শুধু রেখে গেছ মোরে
অবশেষে যাহা ছিল যাইতেছে ধীরে ধীরে।
হাবুডুবু খাইতেছি সংসার-তরঙ্গ মাঝে
হাত ধরে' তুলে' লয় কে আর এমন আছে ?
সহিতে না পারি আমি দারুণ দুঃখের ভার,
কোথা আছ দেখে যাও ডাকি তাই বার বার।
স্বরগে যে যায় সে তো আসে নাকো একবার
জানি আমি তবু ডাকি মোহে মুগ্ধ অনিবার।

সংসার বিজনে।

সংসার বিজনে হয়ে একাকিনী
ভ্রমি পথে পথে দিবস রজনী।
ছুটাছুটি করি পথহারা হয়ে
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুল হৃদয়ে।
এ ভয়াল স্থানে করি কি উপায়
হে জীবন-আলো! রহিলে কোথায়?
পত্রের মর্ম্মরে মনে ভয় হয়
গ্রাসিতে আসিছে শার্দ্দূল নিচয়।
যে পথেতে যাই সুখের আশায়
নিরাশা কণ্টক বিঁধে সর্ব্ব গায়।
যন্ত্রণায় সদা করি হায় হায়
ভাবি ভবিষ্যৎ কাঁপিছে হৃদয়।

আশীর্ব্বাদ।

মা রাধারাণি!

উথলে আনন্দ মম
শুনে শুভ সমাচার।
আজি শুভদিনে আমি
কি দিব রে উপহার।
গরিব কাঙাল আমি
হীরামণি নাই আর।
তাই পাঠাইনু তোরে
স্নেহসূত্রে গেঁথে হার।

মনে রে'খ ভুলোনাক
পতি রমণীর গতি।
চলিও সংসারে সদা
পতি-পদে রেখে মতি।
সংসারে কুটিলা গতি
বাধা কত পায় পায়।
সাবধানে চলো যেন
লাগে না তোমার গায়।
অক্ষয় লোহার বালা
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ে।
স্বামিঘর আলো কর
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হয়ে।



বিদায়।

জনমের মত তারে দিয়াছি বিদায়—
  আর সে তো আসিবে না ফিরে।
মরম যাতনা গেল মরমে রহিয়া
  ভাসি সদা নয়নের নীরে।
সদা অতীতের স্মৃতি জাগে মম মনে
  প্রাণে তাহে পাই কত ব্যথা।
মনে হয়, একবার দেখি যদি তারে
  খুলে বলি হৃদয়ের কথা।
আজ কা'ল করে করে কত দিন যায় ;
আসিল না ফিরে তারে দিয়াছি বিদায় !



গ্রন্থকর্ত্রী-প্রণীত "কবিতা-রেণু" সম্বন্ধে অভিমত।

"রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" বলেন:—

"কবিতা-রেণু"—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায় প্রণীত। পুস্তক খানি বর্দ্ধমান প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে এই সুখের, যেহেতু গ্রন্থ-কর্ত্রী কয়েক দিন হইল, উহার এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। আমরা জানি, মোক্ষদাসুন্দরী সুকবিতার ভাব-গ্রাহিণী; বাঙ্গালা সংস্কৃতমিশ্রিত গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে ও পড়িতে ইঁহার একটী স্বাভাবিক আসক্তি ও শক্তি আছে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা বাৎসল্য ভক্তি-রসাত্মক নীতি প্রবন্ধে পূর্ণ। বেহুলা, অদৃষ্টের দশা, বিদুর প্রভৃতি;—ইত্যাদি অংশগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ লিখিলে, কালে লেখিকা বঙ্গসাহিত্য সমাজে আদৃতা ও পরিচিতা হইতে পারিবেন। "কবিতা-রেণু" কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত, প্রচ্ছদ ছাপা উৎকৃষ্ট; কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

"বাসনা"-সম্পাদক বলেন—

"কবিতা-রেণু" কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থকর্ত্রী সুলেখিকা। তাঁহার লেখায় রস আছে, ভাব আছে, প্রকৃত কবিত্ব আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের যে অনাবিল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। "কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা অনাথাশ্রম ও বাদুড়বাগান আশ্রিতগণের প্রতি," "প্রার্থনা," "মায়ের বাগান কোন কে ভাঙিল ফুল" ও "বেহুলা" প্রভৃতি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করিতেছি। পুস্তকের মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম।
